স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১০ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সর্ব ভারতীয় স্তরে দলীয় সাংগঠনিক রদবদল হল বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। এর ঠিক পরের বছরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সর্বভারতীয় স্তরে দলীয় সাংগঠনিক রদবদল হল বিজেপিতে। বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল কর্ণাটকের তরুণ সংসদ তেজস্বী সূর্যকে। এই তরুণ তুর্কি রাজনীতিবিদের বাগ্মিতায় ইতিমধ্যেই মুগ্ধ নেটিজেনরা। তার যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আসমুদ্র হিমাচল। দলের কিষাণ মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল রাজকুমার চাহারকে। জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে বসানো হল ভূপেন্দ্র যাদব, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, সিটি রবি। শনিবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা বিজেপির বিভিন্ন সর্বভারতীয় পদে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন।

বিজেপির সহ-সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হলো রমন সিং, মুকুল রায়, অন্নপূর্ণা দেবী, বৈজন্ত জয় পান্ডা, রঘুবর দাস, বসুন্ধরা রাজে, রাধা মোহন সিং। উল্লেখ করা যেতে পারে বসুন্ধরা রাজে, রমন সিং আগেও সহ-সভাপতি পদে ছিলেন। তাদেরকে পুনরায় সেই দায়িত্ব দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সহ-সভাপতি পদে মুকুল রায় এবং রাধামোহন সিংকে আনা হল। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় আট মাস পর সাংগঠনিক রদবদল করলেন জগত প্রকাশ। রদবদলের ফলে বিজেপির সর্বভারতীয় পদগুলির থেকে বাদ পড়েছে রাম মাধব, অনিল জৈন, সরোজ পান্ডে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এদেরকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে নেওয়া হবে। হয়তো শীঘ্রই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রদবদলের ফলে সাংগঠনিক পদ থেকে বাদ দিয়েছে দলের বর্ষিয়ান নেতা নেত্রীদের নাম। এদের মধ্যে রয়েছেন উমা ভারতী, ওম মাথুর, প্রভাত ঝা, বিনয় সহস্র বুদ্ধি, শ্যাম জাজু, আবিনাশ রায় খান্না।

দলের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি জানিয়েছেন আত্মত্যাগী এবং নিষ্ঠা সহকারে জনসেবার যে গরিমাময় ঐতিহ্য দলের রয়েছে তাকে বহন করে যাবে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। গরিব এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে।

আর কত দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ নিয়ে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ২৬ সেপ্টেম্বর।। সীমান্ত সঙ্ঘাত ঘিরে গলওয়ানে ভারতীয় এবং চিনা সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সাক্ষী গোটা দুনিয়া। জুনের মাঝামাঝি ঘটে যাওয়া ওই ঘটনার প্রভাব এখনও তাজা রয়েছে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। সেই মোক্ষম সময়েই রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে আরও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার পক্ষে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বস্তুত ভারতের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার দাবিটা আরও জোরালো ভাবে তুললেন প্রধানমন্ত্রী। আর কত দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে? আর কত দিন রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে ভারত? এই প্রশ্নও তুললেন তিনি।

শনিবার ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। শুরু থেকেই তাঁর বক্তৃতার মেজাজ ছিল ধারালো। তিনি বলেন, আমরা যখন দুর্বল ছিলাম, তখন গোটা বিশ্বের জন্য সমস্যা তৈরি করিনি। যখন শক্তিশালী হয়েছি, তখনও আমরা গোটা বিশ্বের কাছে বোঝা হয়ে উঠিনি। ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তি মিশনে সেনা পাঠিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি সেনা হারিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ভারতের মূল আদর্শ এক সুরে বাঁধা। বসুধৈব কুটুম্বকম (গোটা বিশ্বই আত্মীয়) এই মন্ত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় বার বার উচ্চারিত হয়েছে। ভারতও সর্বদা গোটা বিশ্বের কল্যাণের কথাই ভেবেছে। এর পরেই তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, দেশের ১৩০ কোটি মানুষ এখনও এই আদর্শেই বিশ্বাস রাখে। এই ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই এ দিন মোদী রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংগঠনিক স্তরে সংস্কারের দাবি তোলেন। বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে সংস্কার প্রয়োজন এবং ভারত সেই সংস্কারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদই হল সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। ওই পরিষদ কোনও দেশের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে তার স্থায়ী সদস্য আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চিনের মতো ৫টি দেশ।

এই দেশগুলির প্রত্যেকের ভোটে প্রয়োগ করার ক্ষমতাও রয়েছে। এর আগে ৭ বার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য ছিল ভারত। গত জুনে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত সদস্যের মর্যাদাও পেয়েছে ভারত। তার স্থায়িত্ব ২ বছর। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর পাখির চোখ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা ছিনিয়ে আনা। সেই লক্ষ্যেই এ দিন সুর চড়ান তিনি। কিন্তু ভারতের মুকুটে সেই পালক তুলে দেওয়ার পথে মূলত চিন কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছে।

কাঞ্চনপুরের পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহাকুমার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর থানা দিন দুটি পৃথক পৃথক জায়গায় দুই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। প্রথমে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটে কাঞ্চনপুর থানাধীন সাতনালা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অনাথ কুমার দাস বাড়ি কাঞ্চনপুর থানাধীন সাতনালা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পেশায় উনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন এবং সাতনালা বাজারে দোকানও ছিল। সাতনালা বাজারের নিজ দোকানঘরের পাশে ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন আজ সকালবেলা।

এলাকাবাসীদের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় কাঞ্চনপুর থানায়। কাঞ্চনপুর থানা থেকে ছুটে যান এএসআই সুভাগ্য চাকমাসহ বিশাল পুলিশবাহিনী। উনাদের উপস্থিতিতে মৃতদেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য কাঞ্চনপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীরা জানান সকালবেলা উনাকে প্রাতঃভ্রমণ করতে দেখা যায় বাজার এলাকায়। হঠাৎ করে তিনি নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন শুনে এলাকাবাসীরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। এলাকাবাসীদের বক্তব্য হঠাৎ কি কারণে তিনি নিজ ঘরে গিয়েই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন উনারা পুলিশের কাছে দাবি জানান পুলিশ যাতে গোটা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে।

অপর আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে কাঞ্চনপুর থানাধীন শ্রীরামপুর মসজিদ এলাকায়। জানা যায়, শ্রীরামপুর এলাকার বাসিন্দা এরশাদ আলী নিজ বাড়ির খেড়ের ঘরে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। উনি পেশায় একজন সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কৃষি কাজ করতেন। বাড়ির লোকজন সকালবেলা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় কাঞ্চনপুর থানায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কাঞ্চনপুর থানা থেকে এস আই রাজেশ ভট্টাচার্যী সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। উনাদের উপস্থিতিতে মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে আসা হয় কাঞ্চনপুর হাসপাতালের মর্গে।

ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি আত্মীয়-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা উনারা নিজে নিজেই সুইসাইড করেছেন। তবে পুলিশ প্রশাসন গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে। এখন দেখা যাক পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে।

সমস্ত রেল ও বিমান যাত্রীদের নমুনা পরীক্ষা বাতিল করল রাজ্য সরকার উপসর্গ থাকলেই সংগ্রহ হবে নমুনা

কোভিড-১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় রেল এবং বিমানের সমস্ত যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর এখন তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে না। তবে, স্ক্রিনিং বন্ধ হবে না। প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হবে। তাতে করোনা উপসর্গ দেখা দিলে ওই যাত্রীর নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, ত্রিপুরায় গত কয়েকদিনে রেল এবং বিমান যাত্রীদের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা খুবই সামান্য। তাই, প্রত্যেক যাত্রীর নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে শুধু করোনা-র উপসর্গ রয়েছে এমন যাত্রীদের এখন থেকে নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং যথারীতি চালু থাকবে।

এ-বিষয়ে এমবিবি বিমানবন্দরের জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, প্রত্যেক যাত্রীর নমুনা সংগ্রহে অনেক সময় ব্যয় হয়। এতে যাত্রীরা বিরক্ত হন। তাই ত্রিপুরা সরকার এখন শুধু করোনা উপসর্গ থাকলেই নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে চিকিৎসকদের একটি টিম সর্বক্ষণের জন্য থাকবে। প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং করে প্রয়োজনে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় শুরুতে ৫:১ অনুপাতে বিমান এবং রেল যাত্রীদের নমুনা পরীক্ষা করা হতো। পরবর্তী সময়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সমস্ত যাত্রীর নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখন বিমান এবং রেল যাত্রীদের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কম থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নেশা সামগ্রীসহ চার কারবারি গ্রেপ্তার কাঞ্চনপুরে, গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রম শুক্ল দাসের নেতৃত্বে কাঞ্চনপুর থানার পুলিস। শুক্রবার গভীর রাতে কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে কাঞ্চনপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী জয়শ্রী এলাকায় ওত পেতে বসে। গভীর রাতে ধর্মনগর থেকে বিলেতি মদ বোঝাই বুলেরো পিকআপ ভ্যান জয়শ্রী থানা এলাকায় আসার পর পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। আটক গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বিলাতি মদ সহ ৪ নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জলের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে ধলাই জেলার আমবাসার বাগমারা আমবাসা সড়কের কচু ছড়ায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় জনগন। এলাকাবাসীর অভিযোগ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পাইপলাইনে তারা পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। পাইপ লাইন দিয়ে ঝিরঝির করে যে জল আসে তা খাওয়ার অনুপযোগী।

এসব জল খেয়ে এলাকার মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন।এসব বিষয়ে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানিয়েও কোন প্রতিকার মিলেনি।এলাকাবাসী জানিয়েছেন অবিলম্বে তাদের এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানির যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে পাইপলাইনে পরিস্রুত পানীয় জল পেয়ে অভ্যস্ত ওইসব এলাকার মানুষজন এর বিকল্প জলের কোন উৎস নেই।

স্বাভাবিক কারণেই পাইপলাইনের পানীয় জলে তাদের একমাত্র ভরসা।বিগত এক মাস ধরে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ না করার ফলে এলাকার মানুষজন অসহায় হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে তাদের এলাকায় পাইপলাইনে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করার দাবিতে শনিবার তারা পথ অবরোধ করেন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ ছুটে আসেন। অবরোধকারীদের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসেন।

আলোচনাকালে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় খুব শীঘ্রই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর এলাকাবাসী পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজও প্রাসঙ্গিক ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে বিজয় কুমার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর আদর্শ, তাঁর শিক্ষা আজও সবার কাছে অত্যন্ত অনুকরণীয় এবং প্রাসঙ্গিক। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, সমাজে যদি সমানভাবে সবার ভালো না হয়, সমানভাবে উন্নতি না হয় তা হলে সেই সমাজ কখনো উন্নত হতে পারে না। তাঁর এই কথাগুলি আজকের দিনেও আমরা অনুভব করি, বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নাথ বলেন, বিদ্যাসাগর সমাজে নারীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে গভীর রাতে আগুনে পুড়ে ছাই দুটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ সেপ্টেম্বর।। গভীর রাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড দুটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়ি বাজারে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কমল মজুমদার এবং সমীর বণিকে দোকান আগুনে পুড়ে গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে জোলাইবাড়ি বাজারের দুটি দোকানে হঠাৎ করে অগ্নি সংযোগ ঘটে। ওই দুই দোকানের মালিক হলেন কমল মজুমদার ও সমীর বণিক। একজনের স্বর্ণালঙ্কার ও অপরজনের ইলেক্ট্রিক সরঞ্জাম এবং টিভির দোকান ছিল। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অন্যান্য ব্যাবসায়ীরা ছুটে আসেন। ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয় জোলাইবাড়ি দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং বাজারের ব্যাবসায়ীদের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, অগ্নিকাণ্ডে দুই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে প্রতারক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কৈলাশহর থানার পুলিশ এক হ্যাকারকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার নাম সানি চৌধুরী। বাড়ি গোবিন্দপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে কালু মিয়া নামে এক ব্যক্তির ব্যাংকের পাসবই চুরি করে স্বাক্ষর জাল করে কৈলাশহর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় এসে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তোলার চেষ্টা করেছিল সানি চৌধুরী নামে ওই প্রতারক। সে যখন পাসবুক জমা দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূরশিক্ষার কোর্সের পরীক্ষা নেয়া হয়নি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত পড়ুয়াদের ধরণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ২০১৯ সালে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা ডিস্টেন্স এডুকেশনে ভর্তি হয়েছিল তাদের এখনো পর্যন্ত একটি সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী এখন পর্যন্ত দুইটি সেমিস্টারের পরীক্ষা হওয়ার কথা।

২০১৯ সালে যারা ভর্তি হয় তাদের তৃতীয় সেমিস্টারে থাকার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন পরীক্ষা হয়নি। এক বছর অতিক্রান্ত হলেও এই বিষয়ে কোন কিছু জানানো হয়নি। করোনা শুরু হওয়ার আগেও পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় জানাতে আবেদন করেছিল। তাতে মানসিক ভাবে কিছুটা শক্তি পেত ছাত্র ছাত্রীরা। শনিবার অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

অবিলম্বে কেন পরীক্ষা হলনা এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার জন্য ওয়েব সাইটে দাবি জানানো হয়। পরীক্ষা না প্রমোট করার দাবিও জানান। বর্তমানে পরীক্ষা দিতে হলে প্রায় ২০০০ হাজার পরীক্ষা নিতে হবে। যা এই কম সময়ের মধ্যে অসম্ভব। তাই তৃতীয় সেমিস্টারে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার দাবি জানায় অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন। স্কলার শিপ প্রদান করা এবং দুই বার ফি নেওয়ার পর তা ফেরত দেওয়ার দাবি জানান অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা ইউনীটের সেক্রেটারী কৌশিক দাস।

রাজ্যে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি, আগরতলায় চোরকে ধরে বেঁধে রাখা হল খুঁটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ কাঞ্চনপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর এলাকায় চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক চোর।একটি ফলের দোকান থেকে ফল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটি সঙ্গে বেঁধে রাখেন। তারপর খবর দেওয়া হয় পশ্চিম থানায়। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ছুটে এসে চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এব্যাপারে পশ্চিম থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ প্রায় সময়ই কৃষ্ণনগর এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। স্থানীয় লোকজন রাত চোরদের পাকড়াও করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।শেষ পর্যন্ত ফলের দোকানে চুরির ঘটনার সময় তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন এলাকার জনগণ। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীসহ সাধারন জনগন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকার রাত্রিকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। আগরতলা শহর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ দুর্গাবাড়ি চা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাল্য বিবাহ রুখে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা আজ ১৩ বছরের এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিলেন। জানা যায় রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রামনগরের নাবালিকাটির বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রামনগরে ৪ নং গাংগাইল রুডে ওই বাড়িতে হানা দেয়। নাবালিকার বাপের বাড়ি কামাল ঘাটের কলাবাগান এলাকায়। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা এ খবর পেয়ে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর সুতপা হোম চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ছেলের বাড়িতে হানা দেয়। উভয় পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিয়ে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত উপনীত হয় চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা।

সে অনুযায়ী নাবালিকাকে ছেলের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে তার মা বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য , নাবালক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করার জন্য সরকারের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন জায়গায় সরকারি নির্দেশ অমান্য করেই নাবালক নাবালিকা বিয়ে দেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এসব বন্ধ করার জন্য চাইল্ড লাইন সহ সমাজসচেতন মানুষ এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। এরই সফলতা মিলতে শুরু করেছে। বর্তমানে রাজ্যের নাবালক নাবালিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৪০ ▫ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১০ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আত্মনির্ভর ভারত

লালকেল্লা হইতেও প্রধানমন্ত্রী ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়িবার ডাক দিয়াছেন। গোটা দুনিয়ার উৎপাদন কেন্দ্র হইয়া উঠিবার কথাটিও জুড়িয়া দিয়াছেন। গত কয়েক মাসে ভারতীয় অর্থনীতি যে পথে চলিয়াছে, তাহার সহিত প্রধানমন্ত্রীর এই দুইটি কথাকে জুড়িলে যে নীতিটির অবয়ব ফুটিয়া উঠে, তাহা এই রকম: আমদানি বন্ধ করিয়া ভারত দেশেই পণ্য উৎপাদনের উপর জোর দিবে; এবং, রফতানির বাজারটি বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। অর্থশাস্ত্রের ছাত্রমাত্রেই বুঝিবেন, এই দুইটি নীতি চরিত্রে বিপ্রতীপ দরজা হয় বন্ধ থাকিবে, নয় খুলিবে। অর্থনীতিতে শ্রোডিংগারের বিড়ালের জায়গা নাই। কিন্তু সেই তর্কটি বকেয়া থাকুক। দেশের প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া দেশের উৎপাদকদের বিশ্বমানে পৌঁছাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া সম্ভব, ক্ষেত্রবিশেষে উচিতও বটে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমদানি বন্ধ করিয়া স্বদেশের উৎপাদনের যে নীতির গায়ে ইন্দিরা গাঁধী-যুগের অনপনেয় গন্ধ, এবং ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বহু মূল্যে যে নীতির কুফল বুঝিয়াছে প্রধানমন্ত্রী আবার সেই নীতির নিকট ফিরিয়া যাইবেন কেন? বিশ্ব-অর্থনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অর্থ দেশে ফের লাইসেন্স রাজের প্রত্যাবর্তন হইবে, অর্থনৈতিক কুশলতা নষ্ট হইবে, কায়েমি স্বার্থগুলি আরও বেশি জাঁকিয়া বসিবে। তাহাতে দেশের ক্রেতাদের স্বার্থহানি হইবে। ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর এহেন চেহারাই কি প্রধানমন্ত্রীর কাম্য?

উদার অর্থনীতির সহিত ভারতে উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রসার, বা তাহার কুশলতা বৃদ্ধির কোনও বিরোধ নাই, বরং সাযুজ্য রহিয়াছে। ভারতীয় পণ্য যদি গুণমানে এবং মূল্যে আন্তর্জাতিক পণ্যের তুলনায় ভাল হয়, মানুষ তাহা আপনিই কিনিবে। অর্থাৎ, প্রয়োজন ভারতীয় পণ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করিয়া তোলা। কথাটি বিদেশের বাজারের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। কী কারণে ভারতীয় পণ্য বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সক্ষম হইতেছে না, তাহা দেখিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ করকাঠামো কি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করিতেছে? লালফিতার ফাঁসে আটকাইয়া উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে? কাঁচামাল ও অন্তর্বর্তী পণ্যের জোগান-শৃঙ্খল কি যথেষ্ট কুশলী নহে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা বিধেয়।কেহ বলিতেই পারেন, যে ভাবেই হউক ভারতকে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বশক্তি হইয়া উঠিতে হইবে। সেই বাজারে ভারতের দখল প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন সাধনার ফল তাহার জন্য শুধু স্লোগান রচনা করিলেই চলিবে না, ভারত বরং নিজের শক্তির দিকে নজর দিলেই ভাল করিবে। বিশ্বায়নের তিন দশকে ভারত বিশ্বমঞ্চে পরিচিত হইয়াছে তাহার পরিষেবা ক্ষেত্রটির জন্য। এবং, এই ক্ষেত্রেই ভারত ক্রমে মূল্যশৃঙ্খলের উচ্চতর ধাপে পা ফেলিতে পারিয়াছে। উৎপাদন ভারতের শক্তির জায়গা নহে এবং, এই দেশের পণ্য রফতানির অধিকাংশই হয় প্রাথমিক পণ্য, নয় উৎপাদনের মূল্যশৃঙ্খলের অতি নিম্ন স্তরে থাকা পণ্য। যেখানে জোর আছে, সেই জায়গাটিকেই মজবুততর করিয়া তোলাই কি সীমিত সাধ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার নহে? দুই বা আড়াই শতক পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধ্রুপদী চিন্তকরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়াছিলেন, যাহার যেখানে জোর, সেই দেশ সেই বস্তুটি রফতানি করিলেই সার্বিক মঙ্গল। কথাটি সময়ের পরীক্ষায় অকারণে উত্তীর্ণ হয় নাই।

কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটেকে কেন্দ্র করে দিনভর অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার ঝাড়খন্ডে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটেতে তাঁর দ্বিশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এর অন্তর্গত ছিল ১০০ যাত্রী-সহ বাইক অভিযান, মেধাবী পড়ুয়াদের সম্বর্ধনা, মাল্যদান, বৃক্ষরোপন, বক্তৃতামালা প্রভৃতি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ‘নন্দন কানন’, কর্মাটাঁড়, পরিসর,বিদ্যাসাগর রেল স্টেশন এবং বিদ্যাসাগর পার্কে আজ বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র এবং নগদ পুরস্কার অর্থ দেন জামতাড়া জেলার ডেপুটি কমিশনার ফেজ আহমদ। ‘নন্দন কানন’ পরিসরে বৃক্ষরোপন করা হয়। ‘বিহার বাঙালি সমিতি’-র সাধারণ সম্পাদক এবং বিদ্যাসাগর দ্বিশতবর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুনির্মল দাশ হিন্দুস্থান সমাচার’-কে এদিন এ খবর জানান।

তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর স্মরণে ‘জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি‘-র উদ্যোগে এবারই প্রথম বাইক অভিযান হয়। জামতারা থেকে কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি ২২ কিলোমিটার পথে হয় আজ এই অভিযান। গত বছর বিদ্যাসাগরের ২০০-তম বছরে তঁর আদর্শের ভিত্তিতে ওই সমিতি সংলগ্ন প্রায় ২৫টি গ্রামে নাটক করেছিল। করোনার জন্য এবার সেটা হয়নি। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসারেরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার বসু সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালক তথা সমিতির সম্পাদক দেবাশিষ মিশ্র ডেপুটি কমিশনারকে স্মৃতি চিহ্ন দেন।

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীতে নানা অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসএফআই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে কলেজ স্ট্রিট এলাকার বাচ্চাদের বর্ণপরিচয় কিট (খাতা, আঁকার খাতা, পেন, বিস্কিট, রঙের বাক্স) প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা ও রাজ্যের নেতৃত্ব।

শনিবার

আজ বিকেলে অগ্নিদগ্ধ মানিকতলা/ নারকেলডাঙা খালপাড়ের শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বইখাতা, পেন্সিল। বড়দের দেওয়া হয় পোশাক। উদ্যোক্তা ছিল ভাষা ও চেতনা সমিতি। উদ্যোক্তাদের তরফে ইমানুল হক জানান, এর আগে ৫৪টি পরিবারকে তোষক ও ২৫ টি পরিবারকে মাদুর দেওয়া হয়েছে। আজ বাকি ২৯ পরিবারকে মাদুর দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাক্তনীদের সহযোগিতায় বরানগর শ্রমজীবী ক্যান্টিনের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিনে প্রায় ৮০০ অসহায় মানুষের জন্য মধ্যাহ্নভোজন আয়োজিত হয়।।

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি হলেন মুকুল রায়

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। শেষ পর্যন্ত মুকুল রায়কে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি পদে নিয়োগ করা হল। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহর নির্দেশক্রমে বিজেপি সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এই ঘোষণা করেছেন।

২০১৭ সালে দুর্গাপুজোর ঠিক আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মুকুল বাবু। সেই সময়ে তিনি তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদও ছিলেন। কিন্তু তৃণমূল ছাড়ার পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। এর মাঝে তাঁকে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সভাপতি করা হয়েছে। লোকসভা ভোটে দলের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়কও করা হয়েছে। কিন্তু সংগঠনে কোনও পদ পাননি তিনি। ফলে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার পর গত বছর বিজেপি সভাপতি পদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জে পি নাড্ডা। তার পর বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন হয়। কিন্তু নতুন কমিটি গঠন বকেয়া ছিল। বেশ কিছুদিন আগেই নয়া কমিটি ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ায় তা আরও পিছিয়ে যায়। অবশেষে সেই কমিটি এদিন ঘোষণা করেছেন বিজেপি সভাপতি।

সমালোচনা করলেই কি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ছোট হয়ে যাবেন?

নিত্যানন্দ ঘোষ

তাঁর স্তুতি বা নিন্দায় তিনি কি বিচলিত হতেন না? হয়তো হতেন, হয়তো বা হতেন না। স্তুতি বা নিন্দার পরোয়া তিনি করেননি বলেই তাঁর জন্মের দু'শত বছর পরেও তাঁকে নিয়ে এত চর্চা ও গবেষণা আজও হয়। এই বছর ও হচ্ছে তাঁর জন্মের দু'শত বছর পূর্ণ হল। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা যিনি আমজনতার কাছে বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত। তাঁকে নিয়ে নিন্দা স্তুতি হবে এ আর এমন কী কথা। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে তাঁর চরিত্র হনন করেছেন যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকা। সেই অধ্যাপিকা বিদাসাগরকে নিয়ে কুরুচিকর অভিযোগ হেনে নিজেকে বিতর্কিত করেছেন। তিনি অভিয়োগের সপক্ষে অবশ্য কোনও তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। অভিযোগটা অদ্ভূত এবং অত্যন্ত কুৎসিৎ- বিদ্যাসাগর নাকি কোনও এক বারবণিতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর গর্ভে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁকে স্বীকার করেননি। এ গল্প ফেঁদে অধ্যাপিকা নিজেকে বিতর্কিত করেছেন, সমাজমাধ্যমে ধিক্কৃত হয়েছেন কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য প্রমাণ বা রেফারেন্স দিতে পারেননি। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকে ওই অধ্যাপিকা নিজেকে এভাবে কালিমালিপ্ত করবেন ভাবা যায়।

এই সেই ঈশ্বরচন্দ্র , যিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য জোগড় করে যুক্তি শাণিত করে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারকে নিয়ে অইন তৈরি করে। নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে বহু অনাথার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করেছিলেন। পতির দেহত্যাগের পর পতিগৃহে নির্যাতিতা হয়েছেন পরে ঈশ্বরচন্দ্রে কলকাতার বাসাতে আশ্রয় পেয়ে থেকেছন এবং পতিগৃহের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছেন এমন উদাহরণও বিরল নয়। অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক কল্যাণী দত্ত ‘শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধে শিবমোহিনীর কথা লিখেছেন। শিবমোহিনী কথা লিখেছেন। শিবমোহিনী বিদ্যালসাগরকে বাবা বলে ডাকতেন, তিনি ও তাঁকে কন্যা জ্ঞানে স্নেহ করতেন এবং তাঁকে পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত না করলেও সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলেছিনল। বিদ্যাসাগর বহু বিধবা রমণীর বিবাহ দিয়ে ৫০ হাজার টাকার ঋণে জর্জরিত হয়েছিলেন। শিবমোহিনীকেও বিবাহ দিয়েছিলেন নিজে উপস্থিত থেকে।

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল (এখনও আছে) যে তিনি নাকি সংস্কৃত কলেজে মুসলিম বা নিম্নবর্গের পড়ুয়াদের পড়াশোনার করার কোনও সুযোগ করে দিতে পারেননি। কয়েক বছর আগে অভিযোগটি ছিল প্রাক্তন আই পিএস অফিসার নজরুল ইসলামের। তিনি মুসলিম সমাজের প্রতি সরকারের অবহেলা এবং তাদের পিছিয়ে পড়া অবস্তানের সামগ্রিক চালচিত্র তুলে ধরে এক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দেখিয়েছেলিেন মুসলিম সমাজ কীভাবে দিনের পর দিন অবহেলার শিকার থেকেছে, তাঁরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। এই গ্রন্থের শুরুতেই বিদ্যাসাগর সহ বেশ কিছু মনীষীর নামউল্লেখ করে অভিযোগ করেছেন এঁরা ওই সমাজের জন্য কেউ কিছু করেননি। বিদ্যাসাগর নিয়ে তাঁর বিশেষ অভিযোগ যে তিনি সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন কায়স্থদের পড়ার সুযোগ করে দিলেও মুসলিমদের বা অন্য নিম্নবর্গীয়দের জন্য সেখানে পড়ার সুযোগ করে দেননি। একথা সত্য যে বিদ্যাসাগর যে সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সেইসময় সেখানে কেবল ব্রাহ্মণরাই পড়ার সুযোগ পেতেন। প্রথম ধাপে তিনি সেই প্রথা ভেঙে কায়স্থদেরও সেখানে পড়ার সুযোগ করে দেন। তিনি এক ধাক্কায় সেখানে মুসলিম ও নিম্নবর্গের পড়ুয়াদের সংস্কৃত কলেজ বর্তির সুযোগ করে দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। কেন না তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেমন পড়ে বা কতিপয় সংস্কারকের ভালবাসা পেয়ে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করতে হয়েছে একই সঙ্গে দেশীয় ব্রিটিশ তাঁবেদারদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। তিনি

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন সহসম্পাদক পদে ১৮৪৬ সালে। সেই সময় আইনজ্ঞ রসময় দত্ত সম্পাদক পদে কাজ করতেন। তাঁর সব কাজ বিদ্যাসাগরকেই করতে হত সেই সময় বিদ্যাসার পঠনপাঠনের সংস্কারের উদ্দেশে শিক্ষাসচিরের কাছে একগুচ্ছ দাবিসনদ পেশ করেন। কিন্তু রসময় দত্ত সেগুলি পাঠাতে অস্বীকৃত হন। এরপর বিদ্যাসাগর সহ সচিবের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি পুনরায় অধ্যাপক হিসেবে ১৯৫০ সালে এবং অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৫১ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। রসময় দত্ত যখন পদত্যাগ করে সচিব পদ ছেড়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর হয়তো ধাপে ধাপে সবকিছু করতে চেয়েছিলেন। এক ধাক্কায় তিনি সব সংস্কার করতে পারতেন না, ব্রিটিশরাও তা তাঁকে করতে দিতে না। আর নজরুল ইসলামের মনে রাখা উচিত বামফ্রন্ট জমনায় তিনি যখন গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসার, সেইসময় গ্রন্থটি প্রকাশ করলেও সাচার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর করেছেন।

ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৫৬ সালে এবং পরের বছরই (১৯৫৭) ইন্সপেক্টর (পরিদর্শক) হয়েছিলেন। ওই স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যেই ইন্সপেক্টর হিসেবে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনকরেন, যার মধ্যে হুগলিতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদিয়ায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগরও বাঙালি সমাজ গ্রন্থ থেকে জানা যায় গ্রামেগঞ্জে সাধারণের (যেখানে উচ্চবর্ণ মুসলিম, নিম্নবর্গীয় প্রত্যেকে পড়ার সুযোগ পাবে) ২০০টি বিদ্যালয় এবং বালিকাদের জন্য ৪১টি বিদ্যালয় স্থাপন করে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে সদ্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি মনোরঞ্জন ব্যাপারী রূপসা রায়ের সঙেগ আলাপচারিতায় কি জানিয়েছেন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরটি তুলে ধরা যাক-

প্রশ্ন অনেক সময়ই বাংলার মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে বলা হয়, এঁদের ঘরে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো কেউ জন্মাননি। নিম্নবর্গের মানুষের জন্য জীবনে এঁদের ভূমিকা কতটা?

উত্তর এঁদের অবদানে উচ্চবর্ণ মানুষ লাভবান হয়েছেন। নিম্নবর্গে কিন্তু সেই লাভে বঞ্চিত। সতীদাহ প্রথা তো আমাদের সমাজের কখনওই ছিল না। ওটা তো উচ্চবর্ণের নিজস্ব সমস্যা। আবার বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে আমাদের মতো করে ছিল। তাতে আমাদের আলাদা করে কোনও লাভ হযনি। আবার ধরু, বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন, নিম্নবর্গের জন্য তার দরজা বন্ধ ছিল। ফলে আমরা বঞ্চিত থেকেছি। তার চেয়ে আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনি আমাদের জন্য অ্যনেক স্কুল বানিয়েছেন। আমাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভেবেছেন।

মনোরঞ্জনকে বিনীত প্রশ্ন সতীদাহ প্রথা যাঁদের জন্যই হয়ে থাক, তা কি ভালো ছিল? সতীদাহ প্রথা তুলে দিয়ে কি রামমোহন অপরাধ করেছিলেন? একইভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলন করে (উচ্চবর্ণের জন্য হোক বা অন্য যে কোন বর্ণেণ জন্যই হোক) বিদ্যাসাগর কি অপরাধ করেছিলেন? প্রশ্নকর্তা ও মনোরঞ্জনের জেনে রাখা ভালো বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ তৈরি করেননি। তিনি সেখানে পাঠ নিয়েছিলেন এবং পাঠদান করেছিলেন এবং পঠনপাঠন সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাত্র ভর্তির ব্যাপারে জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ১৮৫১ সালের ২৬ মার্চ সরকারের কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন—‘ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমেত সব গোষ্ঠীর শুদ্রদেরও কলেজে প্রবেশের অধিকার প্রদানে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। অনুমতি পাওয়ার পর কলেজের দরজা খুলে দিলেন সকলের জন্য—(পাপিয়া নাগ, বিদ্যাসাগর থেকে রোকেয়া অনাবিল শিক্ষাধারা অজানা বিদ্যাসাগর অনন্য দিশারি ২০১৯ পৃ, ২০৭ প্রকাশক বিদ্যাসাগর চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র, প্রযত্নে বৌদ্ধ ধর্মঙ্কুর সভা)। মনীশী শিবনাথ শাস্ত্রীও একই কথা লিখেছেন রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ গ্রন্থে।

বাংলার নবজাগরণে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে আলোচিত হয়। তা হলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তৎপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত, ডিরোজিও গোষ্ঠী, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি , ‘ভারত শ্রমজীবীর শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকার’ হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথ, মতুয়া সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও ধর্মগুরু হরিচাঁদ ছাকুর সহ আরও বহু আলোকদীপ্ত উনিশ শতকের মহান ব্যক্তিরাও জড়িত। মনোরঞ্জন ব্যাপারী এক সময় নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে শ্রেণি আন্দোলনে নতুন রূপ দিতে এবং নিম্নবর্গীয়দের আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে নকশালবাড়ির আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের কিছু ভুল ত্রুটিও ধরা পড়ে বিশেষ বিশেষ ধারার নেতানেত্রীরা তা স্বাকীরও করেছেন। সত্তর দশকের সমাজ সংস্কারকদের মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ সেরকমই এক ভুল কার্যপদ্ধতি। বিদ্যাসাগর, রামমোহন ছাড়াও হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জিকে দেগে দেওয়া হয়েছিল সাম্রজ্যবাদের দোসর হিসেবে। এটি ঘটনা অকালমৃত সম্পাদক হরিশ দু'টি কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি তাঁর মতো আলোকদীপ্ত কলকাতার বনাঢ্য সম্প্রদায়ও সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু যে বিষয়টি আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত, তা হল বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দ'মাসের মধ্যে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে, ইংরেজেদের অপপ্রচারের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে হরিশ ২১ মে ১৮৫৭ হিন্দু প্যাট্রিয়টে লিখলেন There is not a single native of india who does not feel the full weight of the gievances imposed upon him by the very existence of British rule in India-grievances inseparable from subjection to a foreign rule (The country and the Govemment,,) এক বছর পর, ৬ মে, ১৮৫৮-তে লিখলেন History will, we conceive, take a very different view of the facta of the Great Indian Revolt of 1857 from what contemporaries have taken of then (The Attocities and Retribution.)

ব্রাত্যজনের বিদ্যাসাগর শিরোনামে বিদ্যুৎ পাল এরপর লিখেছেন---এটা তো কলকাতার বাবুদের বা মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, পুরো উত্তর ভারতেরগণ অভ্যুত্থানের প্রতি এমন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি তো কারওরই ছিল না। (অজানা বিদ্যাসাগর অনন্য দিশারী, পৃ, ১৮৩)

বিদ্যুৎ পাল এরপরই লিখেছেন দ্বিতীয় যে কাজটার জন্য হরিশ স্মরণীয় হলেন, সেটা ছিল নীলচাষিদের পক্ষে লেখা এবং তাঁদের জন্য আইনি পড়াই। তাঁর এক জীবনীকার দিলীপ মজুমদার লিখেছেন নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র করলে নিম্ন উপাদানগুলি পাওয়া যায় -

ক) নীলচাষিদের আশ্রয় উপদেশ ও পরামর্শ দান। খ) হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নানা সংবাদ প্রকাশ। গ) নীলকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষমার জন্য গ্রামবাংলার শিখিত সাংবাদিক বাহিনী গঠন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে এ বিষয়ে সক্রিয় রাখা। ঘ) নিজস্ব রচনাদির মাধ্যমে নীলচাষের স্বরূপ উদঘাটন। ঙ) নীল কমিশনের সাক্ষ্যদান। চ) শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ও মৃত্যুবরণ। আজকালকার প্রথা অনুযায়ী ঠিক এই জায়গায় আমার লাইক বোতামের শেষ মুখ দুটো বসাতে ইচ্ছে করছে—‘দুঃখ ও ‘রাগ’ পৃ,১৮৪ অজানা বিদ্যাসাগর।

এরপরও মনোরঞ্জনের নকশাল বন্ধুরা হরিশ মুখার্জিকে ব্রিটিশের দালাল বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দলাল বলবেন? যেমন বিদ্যাসাগর ও রামমোহনকে বলে থাকেন।

সংস্কৃত কলেজে ১৯৫৭সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশরা সৈন্যদের ঢুকিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৈন্য রাখতে চাইলে তা কলেজ অধ্যাক্ষর সম্মতি বা আপত্তিতে কি কিছু এসে যায়? স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও উগ্রপন্থী বা টেরোরিস্ট শায়েস্তা করার নামে কাশ্মীরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সেনা ছাউনি করা হয়, কারও প্রতিবাদে সরকারের এই কার্যকলাপ কি বন্ধ হয়? বিদাসাগর ১৯৫৭ সালেই অধ্যাক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কিন্ত সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় ১৮৫৮ সালে। তিনি যে ব্রিটিশ উপনিবেশকতার দোসর ছিলেন না তার তাঁর লেখাপত্রেও পরিস্ফুট। তাঁর লেখা বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮৪৮ সালে লেখা)। আখ্যানমঞ্জরী সেই সাক্ষ্য বাহন করে।

বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই অতিমানব নন। তিনি ও রক্তমাংসের এক সাধারণ মানুষ। তিনি সাধারণ হয়েও অসাধারণ কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। ওই উচ্চতায় আর কোনও বাঙঅলি কি পৌঁছতে পেরেছেন ? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি নাকি সরকারি সাহায্যে ব্যবসা করে (বই ছেপে এবং তা বিদ্যালয়ে চালু করে) প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। বোধোদয়-শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ (১৮৫১), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ভাগ (১৮৫৩), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩), তৃতীয় ভাগ (১৮৫৪), চতুর্থ ভাগ (১৮৬৪), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৪), বণাপরিচয় দুই ভাগ (১৮৫৫) ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক লিখে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বর্ণপরিচয় ও ব্যাকরণ কৌমুদি'র সবচেয়ে বেশি সংস্করণ হয়েছিল। তিনি পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক বিক্রির জন্য কলেজে বুক ডিপোজিটও করেছিনেল যৌথ উদ্যোগে। পরে একক উদ্যোগে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেও বিনামূল্যে অন্যের হাতে ডিপোজিটার তুিলে দিয়েছিলেন। তিনি সব মিলিয়ে (চাকুরি ও বই ব্যবসা) যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন দু'হাতে তা সমাজ সংস্কারে ব্যয় করেছিলেন। একক উদ্যোগে তৈরি করেছিলেন মেট্রোলটিন কলেজ যা পরে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিণত হয়। দেশীয় শিক্ষকদের নিয়োগ করে বিদেশি শিক্ষকে পুষ্ট তৎকালীন হিন্দু কলেজকেও টেক্কা দিয়েছিলেন। একাত্তর বছরের জীবনে এত কাজ করে গিয়েছেন যে সমালোচকরা তাঁর সমালোচনা করেছেন বা আজও করে চলেছেন। তাঁরা যদি বিদ্যাসাগরের সারাজীবনের কাজের এক বিন্দুও করতে পারতেন তো বর্তে যেতেন। সে অর্থে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ ছিল না।

নিজের পুত্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা কন্যা ভরসুন্দরীর বিবাহ দিয়েছেন। পরে পুত্র নারায়ণের অশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারির রূপ পরিগ্রহ করলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখানে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস শুরু করে স্বহস্তে, হিন্দু মুসলমান দলিত নির্বিশেষে আতান্তরে পড়া মানুষের আর্ত মানুষের সেবা করেছেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন ডা. গঙ্গানারায়ণ মিত্র ও আবদুল মজিদকে। সময়টা ১৮৬৮-৭৯ সালে। শেষ জীবনে বর্ধমানে সাঁওতালদের উপর অত্যাচার অবিতারের কথা জেনে সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কার্মাটারে বাড়ি ও বাগান ক্রয় করেছিলেন। এখানেও একটি বিদ্যালয় তিনি স্থারপ করেছিলেন। শিবনাথ শস্ত্রী একবার কার্মাটার(অন্য স্থানে য্যায়ার পথে) বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যান। দেখেন, ব্যিদাসাগর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন। বিনিময়ে সাঁওতাল রোগীদের কাছ থেকে বুট্টার দানা নিয়েছেন। পরক্ষণেই অভুক্তরা বিদ্যাসাগরের কাছে খাবার চাইলে সংগৃহীত ভুট্টাদানাগুলি দিয়ে দিচ্ছেন।

তাঁর কোমন হৃদয়কেও এভাবেই ধরা পড়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। বিদ্যাসাগর নিজের গ্রাম বীরসিংহে ওপাশের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় চারমাস অন্নসত্র চালু রেখেছিলেন ১৮৬৬ সালে, দুর্গতদের সাহায্যে। বিনয় গোষ লিখেছেন তিনি মৃত্যুর আগে নিজের পরিবারের মানুষজন সহ অন্যান্য পরিজনদের জন্য মাসোহারা ঠিক করে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি ভোক্তাদের জন্য। আকাশচুম্বী মন ও সাগরের মতো হৃদয়ের জন্য সারাজীবন তিনি দুঃস্থ মানুষের সেবা করেছেন, আমজনতাকে সিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন, নারীমুক্তির জন্য তাঁদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন, বিধবা বিবাহ প্রচলন করে তাঁদের দুঃখ দূর করেছেন। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করেছেন। তারপরও তাঁর সমালোচনা---হতেই পারে। জন্মের দু'শত বছর পরে এও তাঁর প্রাপ্তি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আমরা বাঙালির উদ্যোগে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের কালাইনে প্রবীণ শিক্ষককে অমানবিকভাবে মারধরের নিন্দা ও ধিক্কার যোগী সম্মিলনীর, দোষীদের শাস্তির দাবি

কালাইন (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার কালাইনে মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনায় সরব হয়েছে বৃহৎ এলাকার নাথ যোগী সম্মিলনী। কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক কৌশিক কুমার নাথের উপর শারীরিক আক্রমণের তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন বৃহৎ কাটিগড়া এলাকার নাথ সম্প্রদায়ের জনগণ তথা কাছাড় যোগী সম্মিলনীর কার্যকর্তারা।

শনিবার বিজ্ঞান শিক্ষক কৌশিক কুমার নাথের কালাইন ব্রাহ্মণগ্রামের বাড়িতে মানবিকতার খাতিরে তথা সমাজের বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদের উপর অমানবিকভাবে হেনস্তার পরিপ্রেক্ষিতে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জালালপুরের প্রবীণ নাগরিক শৈলেন্দ্র নাথের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় উপস্থিত নাথ যোগী সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা শিক্ষকের উপর হামলার ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর্যালোচনা করে বক্তব্য পেশ করেন। কালাইন এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রক্ষাকারী বিজ্ঞান শিক্ষক কৌশিক কুমার নাথ দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে স্থানীয় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে কাজ করে আসছেন। তাই সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনে ব্যতিক্রমী অবদান রেখে আসছেন শিক্ষক কৌশিকবাবু।

কৌশিক নাথের উপর গত ২০ জুলাই সংগঠিত মব লিঞ্চিংয়ের তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন প্রত্যেক বক্তা। বক্তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে শিক্ষক কৌশিক নাথকে নিজের কর্মস্থল তথা কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের এক সভা থেকে পৌনে বারোটা নাগাদ একদল উদ্যত যুবক কর্তৃক আচমকা বলপূর্বক তুলে নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় বেধড়ক মারপিট শুরু করে। জনৈক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন করে বেপরোয়াভাবে মারপিট করার পাশাপাশি একাংশ যুবক এই অমানবিক ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং করে তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। বক্তারা ক্ষোভের সুরে জানান, মব লিঞ্চিংয়ের ভয়ানক পরিস্থিতিতে শিক্ষকের প্রাণ বাঁচাতে কোনও ব্যক্তি এগিয়ে না এসে নির্লজ্জের মতো প্রযুক্তি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মর্মান্তিক ওই ঘটনার ধারাবাহিক ভিডিও রেকর্ডিং করে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল করতে তৎপর হয়ে উঠেন।

আজকের এই প্রতিবাদী সভায় কুড়ি জুলাইয়ের সংগঠিত ঘটনাকে সভ্যসমাজকে কুলষিত করা এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক কালো দিন হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়া ওইদিনের ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে নেহাৎ ষড়যন্ত্রমূলক পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন বক্তারা। তাঁদের কথায়, প্রভাবশালী শিক্ষক কৌশিক নাথের কালাইন অঞ্চলের সামূহিক শৈক্ষিক পরিবেশ অতুলনীয় অবদান অনস্বীকার্য এবং বিগত দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন। এছাড়া কাছাড়ের প্রাক্তন স্কুল পরিদর্শক নিবারণ দাস ও কাবিল উদ্দিন আহমেদের কার্যকালে বেশ কয়েকবছর কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল তথা অ্যাকাডেমিক ইনচার্জের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন তিনি। এছাড়া শিক্ষক কৌশিকবাবুর নিরলস প্রচেষ্টার জন্য কালাইন ও কাটিগড়া এলাকার অসংখ্য যুবক যুবতী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

কিন্তু দীর্ঘ বছরের শিক্ষকতার অবদানের কথা বেমালুম ভুলে বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত ও গভীর ষড়যন্ত্র বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বক্তারা। তাঁরা এই ঘটনার পর্যালোচনা করে বলেন, শিক্ষক কৌশিক নাথ কোনও দোষ করে থাকলে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তা না করে কর্তব্যরত শিক্ষককে স্কুল থেকে দলবদ্ধভাবে তুলে এনে অমানবিক মারধর করার অধিকার কোথা থেকে পেল দুষ্কৃতী? এই প্রশ্ন তুলেন সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা। অত্যন্ত মর্মান্তিক মর্মন্তুদ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষে একাধিক মামলা হয়েছে। মব লিঞ্চিংয়ের এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা ও ভরসা রেখে উভয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সভায়।

এছাড়া নাথ যোগী সম্প্রদায়ের সার্বিক সামাজিক অবদানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আগামী দিনে এই স্পর্শকাতর ঘটনার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে শান্তি ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনাক্রমে বিকল্প রাজনৈতিক উত্তরণের চিন্তা ভাবনা করা হবে বলে সভায় মত পোষণ করা হয়। সভায় প্রায় ৪০ জন প্রবীণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন এবং ভার্চুয়াল কনফারেন্স প্রক্রিয়ায় অনেকে আলোচনায় নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এদিনের সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন অনিল নাথ, রামানুজ নাথ, বীরেন্দ্র নাথ, কাছাড় যোগী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌমিত্র নাথ, ননীগোপাল দেবনাথ, ধনঞ্জয় নাথ, জ্যোতির্ময় নাথ, কনক নাথ, মানিক নাথ, রবীন্দ্র নাথ, রানা দেবনাথ, কনকেন্দু নাথ, নিকুঞ্জবিহারী নাথ, বিনীত নাথ, রামদেব নাথ, রজতকান্তি নাথ, অমলেন্দু নাথ, শৈলেন্দ্র নাথ, কানন নাথ, জন্টু নাথ, সুজিত নাথ, চন্দন নাথ, নৃপেন্দ্র নাথ, বিমলেন্দু নাথ, সুদীপ নাথ, সুবোধ নাথ প্রমুখ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ ও কাছাড়ের রোগীদের উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি শিলচরে

শিলচর (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ শনিবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিভিল হাসপাতাল সহ কাছাড় জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের দাবিতে শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাশে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য সুব্রতচন্দ্র নাথ, বিজিত কুমার সিংহ, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেন ভবতোষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। আলু, পেঁয়াজ, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম জনগণের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল মূল্যবৃদ্ধি কমানো। কিন্তু তার ঠিক উল্টোটাই ঘটছে। তিনি আরও বলেন, কাছাড় জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গেলেও উন্নতি ঘটেনি।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজে যখন মৃত্যুর মিছিল চলছে তখন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৪০টি আইসিইউ উদ্বোধন করতে এসেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আইসিইউয়ের ব্যবস্থা করা হলে অনেক রোগীর হয়তো প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতো। কোভিড সংক্রমণের শুরুতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যে তৎপরতায় গড়ে তোলা হয়েছিল একই তৎপরতা শিলচর মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি করা হয়নি। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেও একই বিভাগে দীর্ঘ বছর মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু শুধু প্রতিশ্রুতির বাইরে কিছুই করেননি। ভবতোষ চক্রবর্তী বলেন, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি করা হচ্ছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ওঙ্কোলজি ইত্যাদি বিভাগ চালু করতে হবে, কার্ডিওলজি বিভাগে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে।

সিভিল হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ করতে হবে।

অথচ অসম সরকার এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন। যার ফলে বর্তমানে কোভিড আক্রান্ত ও কোভিড আক্রান্ত নন উভয় ধরনের রোগীরা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি বিভাগ চালু করা সহ জেলার সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত রোগী ও অন্যান্য রোগীদের উন্নত চিকিৎসা প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে বলে এক প্রেস বার্তায় হিল্লোল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১১০৬ জন

ঢাকা, ২৬ সেপ্টম্বর(হি.স.): করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সেদেশে মোট ৫ হাজার ১২৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে নতুন করে ১ হাজার ১০৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে সেদেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হল ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৮৭৩ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৫৩ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৬৮ হাজার ৭৭৭ জন। শনিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানিয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চিন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

অসমের চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ৩০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের ডাক অখিল ভারতীয় চা মজদুর সংঘের

তেজপুর (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের চা শ্রমিকদের মজুরি ৩৫১ টাকা করার দাবিতে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অখিল ভারতীয় চা মজদুর সংঘ। শনিবার মধ্য অসমের তেজপুরে শোণিতপুর জার্নালিস্ট ইউনিয়নের প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানিয়েছেন সংঘের রাজ্য সভাপতি রয়েল সোরেন এবং সাধারণ সম্পাদক দীনেশ নায়ক।

তাঁদের অভিযোগ, গত ৭৪ বছরে রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকরা ভূমির পাট্টা পাননি। বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার ভোটের আগে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আজও পর্যন্ত পূরণ করেনি। সংঘের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রয়েল সোরেনের কথায়, ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি হটাও বাগানের শ্রমিক বাঁচাও, আমাদের মাটি, আমাদের বাগান, আমাদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভোটের আগে শ্রমিকদের তিন হাজার টাকার ভিক্ষার প্রয়োজন নেই। বিজেপি গতবার ভোটের আগে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আগে পূরণ করুক, তা না-হলে কংগ্রেসের মতো বিজেপিকেও ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এই দুই শ্রমিকনেতা তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ তুলে বলেন, লেবার কমিশন অফিস মজুরি উপদেষ্টা বোর্ডে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩৫১.৩৩ বাড়ানোর প্রস্তাব কার্যকর করার পরিবর্তে ২০১৮-এর ১ মার্চ থেকে ৩০ টাকা অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের ঘোষণা করেছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমের শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন। শুধু তা-ই নয়, দেশের স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরও চা শ্রমিকরা জমি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ করেছেন সংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীনেশ নায়ক।

অসমের ১১ লক্ষ স্থায়ী চা শ্রমিকের জমির পাট্টা, বাগান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দাবিতে এদিন সরব হন শ্রমিকদের এই দুই নেতা।

উত্তরাখণ্ডের আটটি এসটিপি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

দেহরাদুন, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার নমামী গঙ্গা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উত্তরাখণ্ডে নির্মিত আটটি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের (এসটিপি) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এরমধ্যে হরিদ্বারে চার, ঋষিকেশে দুই, মুনি

ছয়ের পাতায়

শিবসাগরে অতিমারি করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরলেন ৯৮ বছরের বৃদ্ধা খগেশ্বরী বরা

শিবসাগর (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সারা বিশ্বেই অতিমারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন-কে দিন বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। তারই মধ্যে ইতিবাচক খবর, উজান অসমের শিবসাগরে অদৃশ্য ঘাতক করোনাকে জয় করে নিজের বাড়িতে ফিরেছেন ৯৮ বছরের বৃদ্ধা খগেশ্বরী বরা। শিবসাগর জেলার বেতবাড়ি মৌজার বাকসু কোচ গ্রামের প্রবীণ এই বাসিন্দা গত ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁর শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। তার পর ২০ সেপ্টেম্বর তাঁকে শিবসাগরের সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি একই হাসপাতালের বিছানায় লড়াই করেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও মানসিক বল তাঁর প্রবল, করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলায় বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।। ছবি- নিজস্ব।

মাদক মামলায় গ্রেফতার করণ জোহরের প্রাক্তন ম্যানেজার

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মাদক মামলায় করণ জোহরের ধর্ম প্রোডাকশনের প্রাক্তন ম্যানেজার ক্ষিতিশ রবি প্রসাদকে গ্রেফতার করল নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। প্রায় ২৭ ঘন্টা সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার ক্ষিতিশকে গ্রেফতার করে এনসিবি। ক্ষিতিশের গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করেছে এনসিবি। ক্ষিতিশকে গ্রেফতারের পর করণ জোহরের ঝামেলা বাড়ছে। করন জোহরের বাড়িতে পার্টির ভিডিওটি তদন্ত করছে এনসিবি।

শুক্রবার করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের ডিরেক্টর ক্ষিতিশ রবি প্রসাদকে দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল । তবে তার আগেই গতকাল সাত সকালে ধর্মার এই কর্মচারীর বাড়িতে হানা দেয় এনসিবির একটি টিম। নেতৃত্বে ছিলেন সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে। প্রায় চার ঘন্টা ধরে ক্ষিতিশের বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালায় এনসিবি। এরপরই তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেয় ব্যালাড এসস্টেডের অফিসে। জানা যায় ক্ষিতিশের বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করেছে এনসিবি। এরপর ক্ষিতিশকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে এনসিবির প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের প্রাক্তন এই এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার। সংস্থার আরও এক প্রাক্তন কর্মচারী অনুভব চোপড়াকেও গতকাল তলব করেছিল এনসিবি। রাতভর তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ চলে- তবে সকালে করণ জোহরের সংস্থায় কাজ করা এই সহকারী পরিচালককে ছেড়ে দেয় এনসিবি। আর ক্ষিতিশকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগের বলিউডের মাদককাণ্ডে ধর্মা প্রোডাকশনের নাম জড়ানোর পর শুক্রবার রাতে সাফাই দেন করেন করণ জোহর। তিনি বলেন- ”আমি অথবা ধর্মা প্রোডাকশন কেউই দায়ী নই কোনও মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে কী করছে তার জন্য। এটা ধর্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নয়। আমি আরও জানাই অনুভব চোপড়া ধর্মার অন্য কর্মচারী নন, ২০১১-১২ সালে উনি খুব অল্প সময়ের জন্য মাত্র দুই মাস ধর্মার একটি প্রোডাকশনে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন। এবং ২০১৩ সালে একটি শর্ট ফিল্মের জন্য কাজ করেছিল অনুভব। এরপর থেকে ধর্মার আর কোনও প্রোডাকশনে অনুভব চোপড়া যুক্ত ছিল না। ক্ষিতিশ রবি প্রসাদ ধর্মাটিক এন্টারটেনমেন্ট (ধর্মার সহযোগী সংস্থা) যোগ দেয় ২০১৯-এর নভেম্বরে এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসাবে- চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়েছিল তাঁর”। করণ জোহর আরও জানিয়েছেন- ‘আমি নিষিদ্ধ মাদক সেবন নিজে করি না, বা করবার বিষয়কে কাউকে সমর্থন বা এটির প্রচারও করি না’।

আত্মনির্ভরতার পক্ষে সাওয়াল রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সীমান্তে চিনা সেনাবাহিনী র চোখে চোখ রেখে প্রহরা দিয়ে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। যদি কোনো শক্তিই ভারতের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় তবে তার বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত সেনাবাহিনী। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা আত্মনির্ভরতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যারা দেখিয়ে দিয়েছে যে জটিল থেকে জটিলতর বিষয় সমাধান করতে সক্ষম আমরা বলে দাবি করেছেন রাজনাথ সিং।

শনিবার দিন দীনদয়াল স্মৃতি ব্যাখ্যান ২০২০ অন্তর্গত আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় মনে করতেন রণনীতি নীতি গ্রহণ করা ব্যতীত অর্থনীতি অক্ষম হয়ে পড়ে। প্রতিরক্ষার প্রতি গাফিলতি দেখিয়ে কোন দেশ আত্মনির্ভর হতে পারবে না। ১৯৯৮ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছিলেন তখন তার লক্ষ্য কোন দেশের ওপর আক্রমণ করা ছিল না। তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শক্তিকে বৃদ্ধি করা। এর জেরেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মরক্ষার বিশ্বাস জন্মেছে। ১৯৬৪ সালে চিন যখন পরমাণু বোমা পরিক্ষা করে দেখল। সেই সময় দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছিলেন যে ভারতের পরমাণু শক্তি বিকশিত করা প্রয়োজন। আগামী দশ বছরে জল, স্থল এবং মহাকাশে ভারত নিজের প্রতিরক্ষা ব্যক্তিকে অনেক বেশি বিকশিত করে তুলতে পারবে। যে পণ্য খুব সহজেই ভারতের মধ্যে তৈরি হতে পারে তাকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসার কোন দরকার নেই। ২০২৪ - ২৫ সালের মধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। একইসাথে ভারত পাঁচ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র রফতানিও করতে সক্ষম হয়ে পড়বে।

রাজনাথের সঙ্গে দেখা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সঙ্গে দেখা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। উপত্যকার বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং সুরক্ষা নিয়ে দু”জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। রাজধানী দিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দফতরে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। দুজনের মধ্যে দীর্ঘক্ষন একাধিক বিষয়ে কথা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য ১৩৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি সহ স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাকে উপত্যকায় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও সংঘর্ষ বিধি লঙ্ঘনের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। জঙ্গী অনুপ্রবেশের তৎপর পাকিস্তান। এমন পরিস্থিতিতে এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার সিপিএম'র উদ্যোগে আগরতলায় শহীদ দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের কর্মভিটেকে কেন্দ্র করে দিনভর অনুষ্ঠান

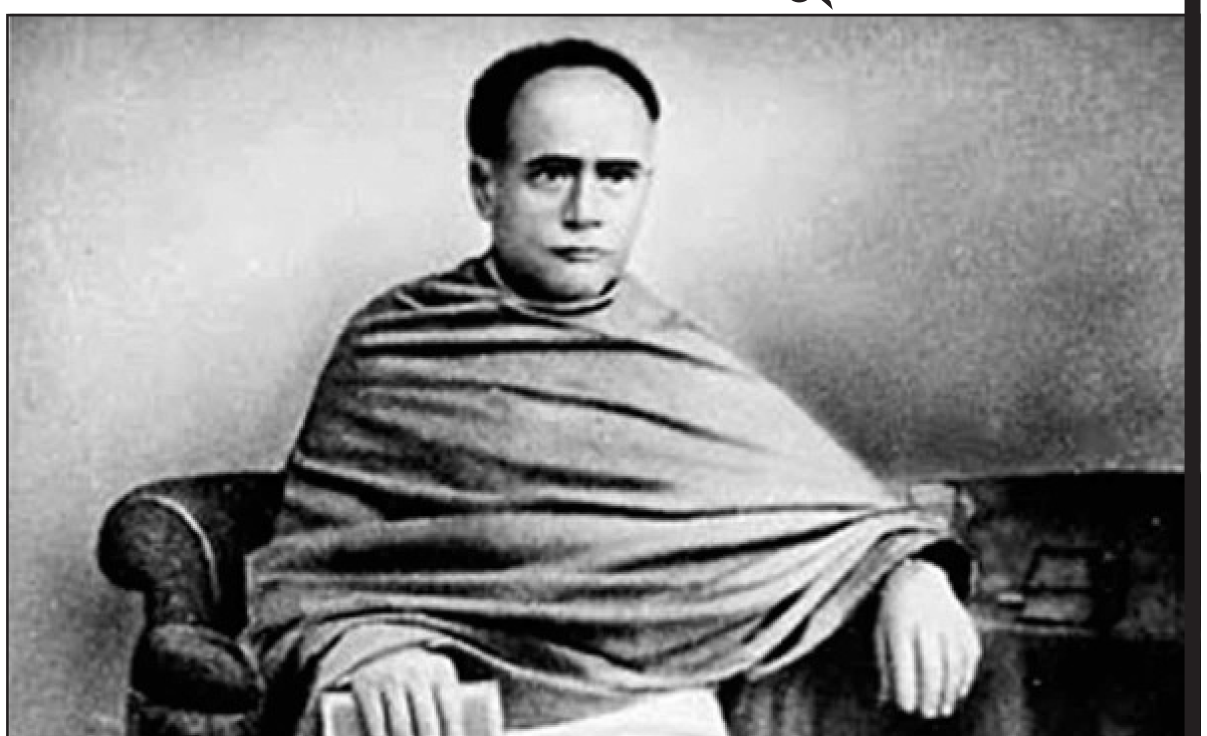

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হিস)। শনিবার ঝাড়খন্ডে বিদ্যাসাগরের কর্মভিটেতে তাঁর দ্বিশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এর অন্তর্গত ছিল ১০০ যাত্রী-সহ বাইক অভিযান, মেধাবী পড়ুয়াদের সম্বর্ধনা, মাল্যদান, বৃক্ষরোপন, বক্তৃতামালা প্রভৃতি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি, 'নন্দন কানন', কর্মাটাঁড়, পরিসর, বিদ্যাসাগর রেল স্টেশন এবং বিদ্যাসাগর পার্কে আজ বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র এবং নগদ পুরস্কার অর্থ দেন জামতাড়া জেলার ডেপুটি কমিশনার ফেজ আহমদ। 'নন্দন কানন' পরিসরে বৃক্ষরোপন করা হয়। 'বিহার বাঙালি সমিতি'-র সাধারণ সম্পাদক এবং বিদ্যাসাগর দ্বিশতবর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুনির্মল দাশ হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এদিন এ খবর জানান।

তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর স্মরণে 'জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি'-র উদ্যোগে এবারই প্রথম বাইক অভিযান হয়। জামতারা থেকে কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি ২২ কিলোমিটার পথে হয় আজ এই অভিযান। গত বছর বিদ্যাসাগরের ২০০-তম বছরে তঁর আদর্শের ভিত্তিতে ওই সমিতি সংলগ্ন প্রায় ২৫টি গ্রামে নাটক করেছিল। করোনার জন্য এবার সেটা হয়নি। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসারেরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার বসু সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালক তথা সমিতির সম্পাদক দেবাশিষ মিশ্র ডেপুটি কমিশনারকে স্মৃতি চিহ্ন দেন। করোনা বিধি মেনে এ দিনের অনুষ্ঠান হয়। নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া বেঙ্গলি এসোসিয়েশন (আইবা) এবং ঝাড়খন্ড বাঙালি সমিতিও এতে সামিল হয়। বিহার বাঙালি সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুসারে আজ সকাল ১০ টা থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালায় অংশ নেন। বিষয় ছিল 'মানবসেবী বিদ্যাসাগর'। এই বক্তৃতামালা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে প্রত্যেক শনিবার সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা হবে।

এই বাড়ির তাৎপর্য ঐতিহাসিক। বর্ণপরিচয়ের ষষ্ঠ সংস্করণ এই ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। কার্মাটাঁড় স্টেশন এখন বিদ্যাসাগরের নামে। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচের পথ গেলেই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি। সুনির্মলবাবুর বললেন, ৩ একর ১৯ ডেসিমেল জমি। বিদ্যাসাগরের বাড়িটি সংস্কার করে দিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার। এই বাড়িতে রয়েছে বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত খাট, ছবি। রয়েছে দুটি অতিথি নিবাস। একটির নাম 'জামশেদপুর ভবন', অপরটি 'মনমোহন অতিথি নিবাস'। পর্যটক, বিদ্যাসাগর অনুরাগীরা থাকতে পারবেন, খাবারের ব্যবস্থাও আছে। সুনির্মলবাবু জানান, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই বাড়িটির জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ড সরকার ২৫ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছে। 'পথের পাঁচালী'ও আর্থিক সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে অর্থ পেলে গড়ে উঠবে কম্পিউটার সেন্টার।

মানবদরদী বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও বিদেশে থাকার সময় আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। সুনির্মলবাবুর কথায়, 'এই বাড়িতেই রয়েছে তিরিশটি ছবি। তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে হবে। এখানে রয়েছে 'ভগবতী ভবন'। ছোট অডিটোরিয়াম। বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি জায়গাটি কিনেছে। নাম 'নন্দনকানন'। ১৮ বছর বিদ্যাসাগর এই বাড়িতে ছিলেন।' তিনি বলেন, কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের এই বাড়িটি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের ভাবনা রয়েছে। কলকাতা দূরদর্শনও একটি ছবি করেছে।

আসছে দৃশ্যম টু

নিজের পরিবারকে বাঁচাতে এক গৃহকর্তা অসাধারণ সব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেসব কৌশলের কাছে হার মানতে হয় পুলিশকেও। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন কতটা রোমাঞ্চকর ছিল দৃশ্যম সিনেমাটি। ২০১৩ সালে মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এটি। সাত বছর পর শুরু হলো ছবিটির সিকুয়েল।

দৃশ্যম ছবির শুধু গল্পটিই যে চমৎকার তাই নয়, রেকর্ডের খাতায়ও নাম লিখিয়েছিল ছবিটি। মালয়ালম ছবির ইতিহাসে ৫০ কোটি রুপি আয় ছাড়িয়ে যাওয়া প্রথম ছবি এটি। ভারতে ছবিটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে পরে সেটি কন্নড়, তেলেগু, তামিল ও হিন্দি ভাষায় রিমেক হয়। এমনকি ছবিটি চীনা ভাষাতেও তৈরি হয় শিপ উইদআউট আ শেফার্ড নামে। ২০১৯ সালে চীনে সর্বোচ্চ আয় করা ১০ ছবির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল সেটি।

মালয়ালম ছবির ইতিহাসে ৫০ কোটি রুপি আয় ছাড়িয়ে যাওয়া প্রথম ছবি এটি। ভারতে ছবিটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে পরে সেটি কন্নড়, তেলেগু, তামিল ও হিন্দি ভাষায় রিমেক হয়। এমনকি ছবিটি চীনা ভাষাতেও তৈরি হয় শিপ উইদআউট আ শেফার্ড নামে। ২০১৯ সালে চীনে সর্বোচ্চ আয় করা ১০ ছবির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল সেটি।

এবারও মালয়ালম ভাষাতেই তৈরি হচ্ছে দৃশ্যম টু। আগের মতোই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন মোহনলাল, সঙ্গে তাঁর আগের সহশিল্পী মিনা। ছবির শুটিংয়ের কয়েকটি ছবি তিনি পোস্ট করেছেন টুইটারে। ছবির পরিচালক জিতু জোসেফ জানান, করোনার কারণে বেশ কিছু দৃশ্য কাটছাঁট করতে হয়েছে। যে দৃশ্যগুলোয় বেশি লোকসমাগম ছিল, সেই দৃশ্যগুলো ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে ইনডোরের কাজ। দৃশ্যম টু মুক্তি পাবে আগামী বছর। ২০১৯ সালে মোহনলালকে দেখা গেছে লুসিফার ছবিতে। ২০০ কোটি রুপি আয় করা প্রথম সিনেমা হিসেবে রেকর্ড করেছে ছবিটি। এ ছবিরও সিকুয়েল নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।এই লকডাউন বেশ বেরসিক। ভক্তদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তারকাদের। লকডাউন কাটতেই তাই ভক্তরা পড়ে গেছেন ধন্দে। এই কয়েক দিনে কত কিছু হয়ে গেল তারকাদের জীবনে। হলিউড অভিনেত্রী এমা স্টোনের কথাই ধরা যাক। মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁকে দেখে ভক্তরা তো থ! চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় বেরিয়েছিলেন এমা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রেমিক ডেভ ম্যাকক্যারি। পাপারাজ্জিরা এই মুহূর্তের জন্যই ওত পেতে ছিলেন। জনসমক্ষে আসতেই টপাটপ তাঁদের ছবি তোলা হয়ে যায়। ছবি দেখে তো ভক্তদের চোখ ছানাবড়া! ২০১৭ সালে ডেভ ম্যাকক্যারি ও এমার প্রেমের শুরু। গত ডিসেম্বরে জানিয়েছিলেন তাঁদের বাগদানের খবর। মার্চেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

কারণ তাঁদের দুজনের অনামিকাতেই দেখা গেছে চকচকে নতুন আংটি। তবে কি এমা চুপচাপ বিয়েটা সেরেই নিয়েছেন?

শুধু তা-ই নয়, কেউ কেউ ধারণা করছেন, নতুন অতিথিও নাকি আসতে যাচ্ছে তাঁদের সংসারে। তবে আপাতত সন্তানের আগমনের খবরটি 'ধারণা' পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এমা কিংবা ডেভ কেউই এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।ডিসেম্বরে জানিয়েছিলেন বাগদানের খবরটুইটার থেকে ২০১৭ সালে ডেভ ম্যাকক্যারি ও এমার প্রেমের শুরু।

গত ডিসেম্বরে জানিয়েছিলেন তাঁদের বাগদানের খবর। মার্চেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে সবাই ঘরবন্দী। শোনা যায়, করোনার আক্রমণ তাঁদের বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কতটা পিছিয়েছে, তার কোনো খবর মেলেনি।এবার ৩১ বছর বয়সী এমা খবরে এলেন একেবারে চমকে দিয়ে। ব্রিটিশ পত্রিকা 'ডেইলি মেইল'-এর প্রতিবেদনে যে ছবিগুলো দেখা গেছে, তাতে দুজনের হাতেই ছিল আংটি। অনেকেই তাই ধরে নিয়েছেন লকডাউনে বিয়েটা সেরে ফেলেছেন 'লা লা ল্যান্ড' অভিনেত্রী। সারতেই পারেন!

লকডাউনের অফুরন্ত অবসরে বিয়ের সুবর্ণ সুযোগ তো পেয়েই গিয়েছিলেন।এদিকে গত বৃহস্পতিবার মালিবু জুয়েলারির এক নকশাবিদ টোবা মালিবু ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি নাকি 'সন্তানসম্ভবা' এমা স্টোনকে দেখেছেন। সে যা-ই হোক, এমা এখনো চুপচাপই আছেন। মুখ খুললেই জানা যাবে আসল খবর।

সারাকে জিজ্ঞাসাবাদ, মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত সাইফ

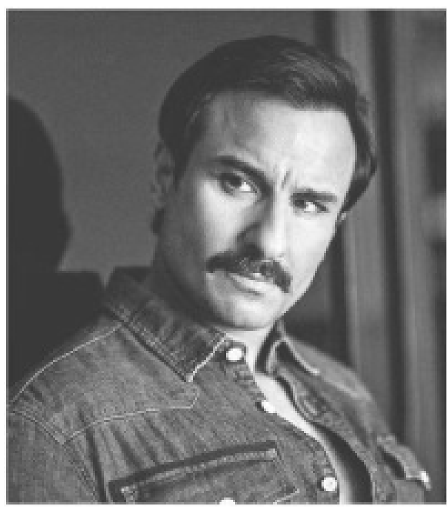

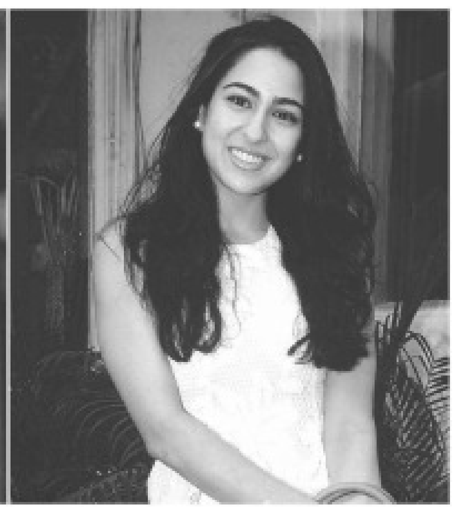

বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অপমৃত্যুর সঙ্গে মাদকের গভীর যোগসূত্র আছে বলে সিবিআইয়ের তদন্তে উঠে এসেছে। এই মামলার তদন্তে সুশান্তের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) কাছে জানান যে ২০১৬ সালে সুশান্ত 'কেদারনাথ' ছবির সেট থেকে মাদক নিতে শুরু করেন। ছবিটিতে সুশান্তের সঙ্গী ছিলেন একই সিনেমার নায়িকা সারা আলী খান। রিয়া জানিয়েছেন, এই ছবির অনেক সহশিল্পী শুটিংয়ের সময় মাদক নিতেন।ব্যস, আগুন যেন ছড়িয়ে পড়ল।

সরাসরি মাদক কেলেঙ্কারিতে উঠে এল সাইফ আলী খানের কন্যা সারা আলী খানের নাম। যে কারণে আজ মুম্বাইয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর তদন্ত কমিটির জেরার মুখে পড়তে হয়েছে পতৌদি পরিবারের মেয়েকে।

আজ শনিবার বেলা ১১টায় পৌঁছানোর কথা ছিল সারার। কিন্তু বেলা একটায় মুম্বাইয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর ব্যালাড এস্টেটের অফিসে হাজির হন তিনি।

সারার পরনে ছিল গোলাপি সালোয়ার ও সাদা পালাজো, মুখে মাস্ক।

এমন পরিস্থিতিতে মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত বাবা সাইফ আলী খান। জানা গেছে, সারাকে নিয়ে আলাদা করে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন সাইফ আলী খানও।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মেয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর অফিসে যাওয়ার আগে আইনি পরামর্শও নিয়েছেন সাইফ আলী খান। মেয়েকে সেভাবে প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন তদন্ত কমিটির কাছে।

এর আগে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পরে একটি সাক্ষাৎকারে সাইফ আলী খান বলেছিলেন, সুশান্তের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকেই শোকস্তব্ধ হয়ে গেছেন সারা। তিনি বলেন, 'সারা সুশান্তকে বেশ পছন্দ করত, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে খুব গল্প করত। আমাকে একদিন জানিয়েছিল, সুশান্ত খুব মেধাবী। দর্শন আর প্রকৌশলের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন। সব মিলিয়ে বেশ ভালো মানের অভিনেতা ছিলেন সুশান্ত।'

'কেদারনাথ' সিনেমায় সুশান্ত সিং রাজপুতের বিপরীতে ছিলেন সারা আলী খান। শুটিংয়ের সময় সারা ও সুশান্তের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয় বলে জানা গেছে। গত মাসে সারা ও সুশান্তের প্রেমের বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা বলেছেন সুশান্তের সাবেক ব্যবস্থাপক সাবির আহমেদ। সাবির জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সুশান্তের সঙ্গে ব্যাংককে ছিলেন সারা। টানা তিন দিন হোটেলের রুম থেকে বের হননি দুজনের কেউ।

সুশান্ত সিং রাজপুতের আরেক বন্ধু স্যামুয়েলও সারা-সুশান্তের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। সুশান্তের প্রেম নিয়ে কথা বলেছেন। স্যামুয়েল তাঁর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'কেদারনাথ'-এর প্রচারের সময় সারা আর সুশান্ত যেন প্রেমের সাগরে ভাসছিলেন। দুজন একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। তাঁদের সম্পর্কটা খুব সুন্দর ছিল, নিরেট প্রেম।অবশ্য সারা আর সুশান্তের ব্যাংককে ভ্রমণের প্রসঙ্গটি প্রথমে এসেছিল অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারে। সুশান্তের ফার্ম হাউসেও নাকি সারার নিয়মিত আনাগোনা ছিল। তবে আচমকাই তাঁদের সম্পর্কে ছেদ পড়ে।

আমির খানের দেহরক্ষী ছিলেন তিনি

ছোট পর্দার বড় তারকা রণিত রায়। 'আদালত' সিরিয়ালের মাধ্যমে ভক্তদের ঘরে ঘরে ঠাঁই পেয়েছেন তিনি। এ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন 'উড়ান', 'টু স্টেট'সহ বেশ কিছু সিনেমায়। আজ রণিত রায় একনামেই পরিচিত। বলিউড ও ভারতীয় টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর পথচলা সহজ ছিল না। একসময় বলিউড তারকা আমির খানের দেহরক্ষী ছিলেন তিনি। আজ তিনিও বিখ্যাত।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যম পিংক ভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের তারকা হওয়ার গল্প বলেছেন রণিত। সেখানে উঠে আসে তাঁর সংগ্রামী জীবনের দিনগুলোর কথা। সাক্ষাৎকারে রণিত বলেন, 'আমার সৌভাগ্য যে আমির খানের সঙ্গে বছর কাটিয়েছি। আমি তাঁর দেহরক্ষী ছিলাম। আমি একটি কোম্পানি শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমার কোনো কাজ ছিল না। আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমি খুব সৌভাগ্যবান ছিলাম, কারণ আমির খানের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পার করেছি। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি কাজের জন্য কীভাবে অধ্যবসায়ী হতে হয়। নানাভাবেই আমির আমাকে শুরুটা করিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্য সব সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আমি তখন গাড়ি এবং অ্যাপার্টমেন্ট দেখাশোনার ব্যাপারটি বাদ দিয়ে দিই। আমি আমার প্রতিভায় শাণ দিতে শুরু করি। সৌভাগ্যবশত একতা কাপুর সে সময় দুটি বড় শো নিয়ে আমার কাছে হাজির হন। সেই থেকে শিখে যাচ্ছি, যা এখনো শেষ হয়নি।'আমি খুব সৌভাগ্যবান ছিলাম, কারণ আমির খানের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পার করেছি। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি কাজের জন্য কীভাবে অধ্যবসায়ী হতে হয়। নানাভাবেই আমির আমাকে শুরুটা করিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্য সব সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।জীবনে তারকা হওয়াই ছিল রণিতের লক্ষ্য। যদিও ওই জায়গায় পৌঁছাতে তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে কঠিন পথ। রণিত বলেন, 'আমি সব সময়ই তারকা হতে চেয়েছি। ১৫ বছর আগে এই চিন্তা থেকেই মুম্বাইয়ে আসি। আমি চেয়েছি আমি বড় গাড়ি কিনব। মেয়েরা আমরা নাম ধরে চিৎকার করবে, ঠিক এখন যেমনটি হয়। যখন আমি ব্যর্থ হয়েছি, পরে ভালো কিছু হয়েছে। কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় বছর আমার কোনো কাজ ছিল না। তখন আমি বুঝতে পেরেছি আসলে সবকিছুই স্টারডম। অভিনেতা হওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।' রণিত রায় জানান, জীবনে প্রচুর অপমানও সইতে হয়েছে তাঁকে। একবার তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি নাকি জুনিয়র আর্টিস্টদের থেকেও খারাপ। তবে এই অপমানই তাঁকে বড় করেছে। তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কী করে কঠিন পরিশ্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।নাগপুরের এক বাঙালি পরিবারে জন্ম নেওয়া রণিতের শৈশব কেটেছে গুজরাটের আহমেদাবাদে। জীবনে নানা রকম দুঃখের পথ পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে হয়েছে তাঁকে। 'আদালত' সিরিয়াল দিয়ে তিনি ভক্তদের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন। কে ডি পাঠক চরিত্রটির কারণে এখন তিনি ছোট পর্দার বড় তারকা।

জীবনেও মাদক নেননিদাবি রাকুলের

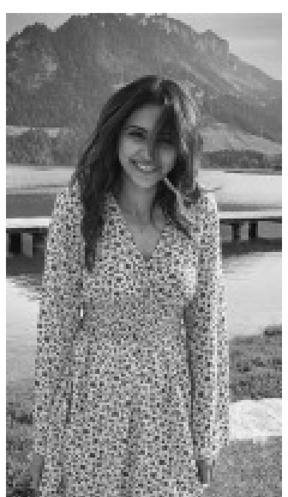

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য এই মুহূর্তে আটকে গেছে বলিউডের মাদককাণ্ডে। বলিউডের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক গোনা নারী তারকা দীপিকা পাড়ুকোন থেকে শুরু করে নাম এসেছে সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রাকুল প্রীত সিংসহ আরও অনেকের। রিয়া চক্রবর্তী ইতিমধ্যে মাদকের সঙ্গে লেনদেনসংক্রান্ত বিষয়ে জেলে রয়েছেন। এদিকে শুক্রবার নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো (এনসিবির) দপ্তরে গিয়েছিলেন রাকুল প্রীত সিং। সেখানে চার ঘণ্টার জেরায় অংশ নেন তিনি।

এনসিবির যোগাযোগ কর্মকর্তা মুম্বাই মিররকে জানান, হোয়াটসঅ্যাপে মাদক লেনদেনসংক্রান্ত যে গ্রুপ আছে, সেখানে রিয়া ও রাকুল প্রীত সিংয়ের আলাপ নিয়ে রাকুলের সঙ্গে কথা হয়। রিয়া রাকুলের কাছে 'ডুবি' আছে কি না, জানতে চেয়েছিলেন। রাকুল জানান, সেটা তাঁর বাড়িতেই আছে। আরও জানান, 'ডুবি' হাতে বানানো একধরনের সাধারণ সিগারেট। এর ভেতরে গাঁজা বা অন্য কিছু নেই।

রাকুল আরও জানিয়েছেন, ওই এক—দুবারই রিয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। আর প্রায় বছরখানেক ধরে রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ নেই রাকুলের। একাধিকবার জোর দিয়ে রাকুল জানিয়েছেন, জীবনেও মাদক নেননি তিনি। তবে মাদক নিয়ে রিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করেছেন কেবল।

২৯ বছর বয়সী রাকুল প্রীত সিং বলিউডের চেয়ে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে বেশি সক্রিয়। বলিউডে তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে 'দে দে প্যায়ার দে', 'আইয়ারি', 'মারজাভা'। মুক্তির অপেক্ষায় আছে 'অ্যাটাক' ও 'চলে চালো' নামের দুটি ছবি। তা ছাড়া 'আয়ালান' ও 'ইন্ডিয়ান টু' নামেও দুটি তামিল ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে।

শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ভেতর এনসিবি দপ্তরে প্রবেশ করেন রাকুল। চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বেলা তিনটায় এনসিবি দপ্তর থেকে বের হন তিনি। রাকুলের প্রবেশের কিছুক্ষণ পর এনসিবি দপ্তরে পৌঁছান দীপিকার ম্যানেজার কারিশমা প্রকাশ। তাঁকে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে জেরা করেছে এনসিবি। জেরায় তিনিও জানিয়েছেন, ডুবি একটা সাধারণ সিগারেট। তবে এ—ও জানিয়েছেন, ছয়বার তিনি দীপিকাকে মাদক সরবরাহ করেছেন। তাই ভালোই বিপদে আছেন দীপিকা। নাম এসেছে দীপিকার জীবনসঙ্গী রণবীর সিংয়েরও।

শনিবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে ডিএসও শিক্ষা নীতি নিয়ে আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ভাঙড়ে তৃণমূলের সভায় চটুল নাচ নেতৃত্বের সামনেই চলল উদ্দাম নাচ

ভাঙড়, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : ফের তৃণমূলের সভায় চটুল নাচের পুনরাবৃত্তি ভাঙড়ের বুকে। বছর কয়েক আগে ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ভাঙড়ে তৃণমূলের সভা মঞ্চ থেকে চটুল নাচ পরিবেশিত হয়েছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল শনিবার। এদিন ভাঙড়ের শোনপুরে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ডাকে কেন্দ্রের কৃষি বিরোধী নীতির প্রতিবাদে সভা ছিল। সেই সভায় ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা নান্নু হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী। আর সেই সভাস্থলেই চলল চটুল নাচ। ভোজপুরি গানের সাথে চটুল নাচে মাতলেন তৃণমূল কর্মীরা। করোনা আবহে যখন শারীরিক দূরত্বের বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলা হচ্ছে, তখন সেই সরকারি নির্দেশিকাকে উপেক্ষা করে সভা করছে তৃণমূল। আর সেই সভায় উদ্দাম নাচে মেতেছেন তৃণমূল কর্মীরা।

এদিন ভাঙড়ের শোনপুর বাজার এলাকায় কেন্দ্রের কৃষি বিলের বিরোধীতা করে সভার ডাক দেয় ভাঙড় সংখ্যালঘু সেলের নেতৃত্ব। বিকেল থেকেই সেই সভায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মিছিল করে দলীয় কর্মীদের নিয়ে দলে দলে যোগ দেন। অনেকেই এই সভাস্থলে আসেন তাসা ব্যাঞ্জ ও ডি জে বক্স বাজিয়ে। হিন্দি, ভোজপুরি গানের সাথে সাথে চলতে থাকে চটুল নাচ। স্বল্প বসনা নর্তকীর সাথে তৃণমূল কর্মীরাও সেই নাচে মেতে ওঠেন। যা কার্যত সভার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বছর কয়েক আগে ঠিক একই ভাবে ভাঙড়ে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে চটুল নাচ পরিবেশিত হয়েছিল। সেই ঘটনায় এলাকার এক তৃণমূল নেতাকে বহিস্কার ও করেছিল দল। ঘটনার পরও যে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতরা শিক্ষা নেয় নি তা এই ঘটনায় আরও একবার প্রমানিত হল।

যদিও এই সভার আহ্বায়ক ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা নান্নু হোসেন বলেন, কর্মীরা আনন্দে এসব করে ফেলেছে। এ নিয়ে অবশ্য তোপ দেগেছে বিজেপি। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য সুনিপ দাস বলেন, " এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। এদের থেকে আর কি বা আশা করা যায়?" যদিও এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী।

কাজ না পেয়ে, আত্মহত্যা করলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক

মুরারই, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাজ না পেয়ে, আর্থিক অনটনেই আত্মহত্যা করলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই থানার মহুরাপুর গ্রামে।যদিও অনটনের কথা অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বীরভূম জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নুপুর মাল (৩৫) বাড়ি মুরারই থানার মহুরাপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নুপুর কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করত।বছরে দুবার বাড়ি আসত টাকা পয়সা নিয়ে। প্রতিমাসে বাড়িতে টাকা পাাঠাতো। তার তাতেই সংসার চলত। কিন্তু লকডাউনের সময় কাজ হারায় সে। হাতে থাকা টাকা খরচ করে বাড়ি ফেরে কোন রকমে। ফলে বাড়িতে আর কোন টাকা পয়সা দিতে পারেননি নুপুর। এনিয়ে পরিবারে অশান্তি চলছিল।পরিবারের দাবি, একশো দিনের কাজ বা সরকারি কোন সাহায্য পায় নি। ফলে আর্থিক সংকটে জেরবার হয়ে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন নুপুর।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের ভাই রুপ মাল বলেন, "বাড়িতে আর্থিক অনটন চলছিল। কেরলে কাজ করতে গিয়ে যা টাকা রোজগার করেছিল লকডাউন সময় বাড়ি ফিরতে সব খরচ হয়বা যায়। বাড়ি ফিরে কোন কাজ পায়নি। ফলে পরিবারে একটা অশান্তি চলছিল। সেই কারণেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন দাদা"।

মহুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বদরুন্নেশা বেগম বলেন, "এখানে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে এসেছে। তবে যারা যারা আবেদন করেছিল তারা কাজ পেয়েছে। আমার মনে হয় মৃত নুপুর আবেদন করেনি। তাই কাজ পায়নি"। জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বলেন, "বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। এমনটা হওয়ার কথা নয়"।

জাতীয় স্তর থেকে দায়িত্ব খর্ব, ক্ষিপ্ত রাহুল সিনহা

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স): একুশের নির্বাচনের আগে বড়সর সাংগঠনিক রদবদলে পদ খোয়ালেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাহুল সিনহা। তার জায়গায় নিয়ে আসা হল অপেক্ষাকৃত নতুন মুখ অনুপম হাজরাকে। এই ঘোষণার পরেই কার্যত ভিডিও বার্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যেই নিজের পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি সূত্রের খবর, কার্যত জাতীয় স্তরে রাহুল সিনার তেমন কোনও ভূমিকা না থাকাতেই তাকে সরিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পুরভোট থেকে লোকসভা পর্যন্ত ৯ বার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু একবারও জিততে পারেননি। সেই কারণে অভিজ্ঞ হলেও তাকে সরিয়ে তার পদে আসীন করা হল তরুণ মুখ অনুপম হাজরাকে। তবে রাহুল সিনহাকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভাবছে জে পি নাড্ডার মত শীর্ষ নেতারা। তবে এই ঘোষণার পর যে ক্ষুব্ধ হওয়ার পাশাপাশি অভিমানও করেছেন তা স্পষ্ট হল রাহুল সিনহার কথাতেই। এদিন রাহুলবাবু বলেন, "চল্লিশ বছর বিজেপির

ছয়ের পাতায়

রাজ্যপালকে 'অপদার্থ' বলে কটাক্ষ পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স): ক্রমেই তুঙ্গে উঠছে রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাত। "রাজভবনের ক্ষমতা খর্ব করতে চাইছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়।" এই মর্মে শনিবার টুইট করেন রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকর। এর পাল্টা তির্যক জবাব দিলেন এদিন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যপালকে বিজেপির ক্যাডার বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

শনিবার সকালেই রাজ্যপাল কড়া টুইট করে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার অলিন্দ স্বার্থান্বেষীতে ভরে গিয়েছে। রাজভবন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা চলছে"। এর সাথেই রাজ্যের মানবাধিকার বিপন্ন বলেও এদিন মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। শুধু তাই নয়, রাজ্যের পুলিশ কর্মীরা এই মানবাধিকার হরণ করছেন বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে টুইটে তিনি উল্লেখ করেছেন, "রাজ্যের বিরোধীদের কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ হেনস্থা ও আটক করছে। এগুল পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার রক্ষা কমিশনের দেখার হলেও তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন"।

র পরিপ্রেক্ষিতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, "রাজ্যপাল ভুলভাল বকেন। একটা সাধারণ মানুষও জানেন এখন রাজ্যপাল বিজেপির ক্যাডার। যখন উনি রাজ্যপালের মত কথা বলবেন তখন উনার কথার জবাব দেবো। বিজেপির ক্যাডার হয়ে কথা বললে সেই কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনা"।

কটাক্ষের সুরে ফিরহাদ বলেন, "উনি নিজে কতটা অপদার্থ রাজ্যপাল সেটা নিজেই প্রমাণ করছেন। রাজ্যপালের কাজ মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়া। অথচ তিনি সেটা না করে দোষারোপ করছেন রাজ্য সরকারকে। রাজ্যের প্রধান হিসেবে তাহলে সেই দোষারোপ তিনি নিজেকেই করছেন"।

পুরমন্ত্রীর কথায়, "রাজ্যপাল হিসেবে সেই চেয়ারটা নিরপেক্ষ থাকা উচিত। কিন্তু যখন কেউ দলের হয়ে কাজ করে তখন তার চাকরি বাঁচানোর তাগিদ থাকে। তাই চাকরি বাঁচাতে গেলে ওপরওয়ালাকে খুশি করতে যা বলতে হয় উনি তাই বলছেন"।

শুক্রবার গভীর রাতে কের চৌমুহনী এলাকায় এক দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছবি- নিজস্ব।

সম্পত্তির মূল্যায়নের জন্য নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু পুরসভার

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স): সম্পত্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য হোয়াটস অ্যাপ নাম্বার চালু করল কলকাতা পুরসভা। এই নম্বরে যাবতীয় তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন শহরবাসী। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুরসভা।শনিবার এমনটাই জানান কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। দেড় বছরের মধ্যে শহরে সমস্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হবে বলেও এদিন জানান তিনি।

এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, ৮৩৩৫৯৮৮৮৮৮ নম্বরে হোয়াসঅ্যাপ করে মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যা জানাতে পারেন শহরবাসী। পুর কমিশনার বিনোদ কুমার নিজে এই পুরো বিষয়টির তত্ত্বাবধান করবেন। একজন বরিষ্ঠ আধিকারিক অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে সমাধান করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় সম্পত্তি মূল্যায়নের জন্য শিবিরও করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

মূল্যায়নের জন্য শহরবাসীর বাড়িতে ফর্মও পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান। তিনি আরও বলেন, "আগামী দেড় বছরের মধ্যে শহরের সব সম্পত্তির মূল্যায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষ"।

অন্যদিকে, এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে কলকাতা পুরসভা। এবার থেকে ঠিকা জমির ভাড়াটিয়ারা বাড়ি করতে চাইলে পুরসভাতেই জমা দিতে পারে বিল্ডিং প্ল্যান।সব নথিপত্র ঠিকঠাক থাকলে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই বাড়ি তৈরির অনুমতি দেবে পুরসভাই।

পাশাপাশি মিউটেশনের ব্যবস্থাও করে দেবে কলকাতা পুরসভা। এই জন্য আলাদা করে ঠিকা অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না ঠিকা ভাড়াটিয়াদের।

করোনার চিকিৎসায় সাদা বাসক এবং গুলঞ্চ-এর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে আয়ুষ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। করোনার চিকিৎসার জন্য দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করতে আয়ুষ মন্ত্রক বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিয়মমাফিক পরীক্ষার-নিরীক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

পিআইবি সূত্রের খবর, এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাদা বাসকের রস, গুলঞ্চের রস এবং বাসক-গুলঞ্চের রস করোনা সংক্রমিতদের ওপর প্রয়োগ

ছয়ের পাতায়

গলসীতে বিস্ফোরণে উড়ে গেল আইসিডিএস স্কুলের প্রাচীর, আতঙ্ক এলাকায়

গলসী, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের গলসী থানার রামাগোপালপুর অঞ্চলের আটপাড়ায় বিস্ফোরণে উড়ে গেল আইসিডিএস স্কুলের প্রাচীর। শনিবার দুপুরে ভয়াবহ এই ঘটনা ঘটেছে। হঠাত দুপুরে প্রবল আওয়াজে চমকে ওঠেন এলাকার মানুষজন। রীতিমত আতঙ্ক তৈরি হয়। প্রবল বিস্ফোরণের আওয়াজে হুড়োহুড়ি বেঁধে যায়। যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।

ঘটনার খবর পেয়ে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। কি কারণে এই ঘটনা তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে প্রাথমিক অনুমান, প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখা বোমাতে বিস্ফোরণ ঘটার ফলেই এই ঘটনা। তবে এত বোমা কে মজুত করে রাখল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে কারা এই ঘটনার পিছনে তা খোঁজ চালানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, মজুদ করে রাখা বোমা একসঙ্গে ফেটে যাওয়াতেই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শিলিগুড়ির একাধিক এলাকা

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়িতে টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বৃষ্টির জেরে শহরের হায়দরপাড়া, হাকিমপাড়া, অশোকনগর, শক্তিগড়, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ, গঙ্গানগর, সন্তোষিনগর সহ বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

শুক্রবার রাত থেকেই টানা বৃষ্টি চলছে শিলিগুড়িতে। নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ এবং সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল। যার জেরে শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আগেই আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দেওয়া হয়েছিল। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতেও অতিভারী বৃষ্টির সর্তকতা দেওয়া হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর বাড়তে পারে। নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেরও বিভিন্ন জায়গায়ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় বিদ্যাসগর দ্বি-শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কৃষি বিল নিয়ে প্রচারে নামলো বিজেপি

বোলপুর ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরই কৃষি বিল নিয়ে মাঠে নামলো বিজেপির কিষান মোর্চা। বোলপুরের বিজেপি কার্যালয়ে শনিবার উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য অলোক সরকার, বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল এবং বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

লকেট চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম কৃষকরা স্বাধীনতা পেল। তারা সরাসরি নিজের কৃষি দ্রব্য বিক্রি করে মুনাফা পাবে। তাদের কৃষি নিরাপত্তা পাবেন। রাজ্য সরকার কৃষকদের ভুল বোঝাচ্ছে। এদিকে, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে কৃষিবিল পাস করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয় বীরভূম জেলার মুরারইয়ে। এদিন মুরারইয়ের নতুন বাজার থেকে ভাদিশ্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা হয় এদিকে, রামপুরহাট বিজেপি কার্যালয়ে গরু পাচারে রামপুরহাট করিডর, শিলিগুড়ি করিডর ও বনগাঁ করিডর নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করে মহকুমার তিন মণ্ডল কমিটি। গরুপাচারকারী এনামুলের সাথে রামপুরহাটের এক মন্ত্রীর ছবি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা শুভাশীষ চৌধুরী।

মেঘালয়ে ১ অক্টোবর থেকে খুলবে সব ধর্মীয় স্থান

শিলং, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ১ অক্টোবর থেকে মেঘালয়ে সব ধর্মীয় স্থান খুলবে। ধর্মগুরুদের সাথে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিলং অল ফেইথ ফোরাম (এসএএফএফ)-এর ব্যানারে ধর্মগুরুরা মেঘালয় সরকারের সাথে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এর পরই মুখ্যসচিব এমএস রাও বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, এসওপি মেনে ধর্মীয় স্থানগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের নির্দেশিত সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধানের বিধি মানতেই হবে।

তবে এসওপি মোতাবেক করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ধর্মীয় উপাসনাগার বন্ধ থাকবে। শুধু করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাইরে অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া, গির্জায় বসার আসনের এক তৃতীয়াংশ উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হবে। তা সহ, প্রত্যেক সারিতে একটি করে সারি বাদ রাখতে হবে। আলাদাভাবে কেউ প্রার্থনায় অংশ নিলে অন্তত ৫ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে, মসজিদ, মন্দির এবং গুরুদোয়ারায় প্রত্যেককে ৫ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। শুধু তা-ই নয়, কোনও প্রতিকৃতি, মূর্তি, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে দেখায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। গির্জায় প্রার্থনা করার সময় মাস্ক পরে থাকতে হবে। প্রসাদ কিংবা পবিত্র জল দেওয়ার অনুমতি থাকবে না।

সুড়ঙ্গ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

দেহরাদুন, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে গড়ে তোলা হবে দুটি সুড়ঙ্গ। ২৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার এই সুড়ঙ্গের নির্মাণের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দিল্লিতে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তিনি শিলান্যাস করবেন। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের উপস্থিতিতে শিলান্যাস অনুষ্ঠান হবে। এই উপলক্ষে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি কমান্ডেন্ট লেফটেনেন্ট জেনারেল জে এস নেগী মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে শনিবার গিয়ে আমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এই দুটি সুড়ঙ্গ (আন্ডারপাস) তৈরি করার জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। একাডেমিতে প্যারেড হওয়ার সময় নিরাপত্তা চিন্তা থাকতো। তাই রাজ্য সরকার এবং সেনাবাহিনীর তরফ থেকে এই সুড়ঙ্গের নির্মাণের জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানানো হয়। সেই লক্ষ্যেই গুলো তৈরি করা হচ্ছে। একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে আসা যাওয়া করা যাবে। অপরটি দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসা যাবে। রাজ্য সরকারের দাবি মেনে দ্রুততার সঙ্গে এই সুড়ঙ্গ শিলান্যাস করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজাপক্ষে

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংকট পরিস্থিতির মধ্যে ভারত যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন শ্রীলঙ্কা প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে।পুনরায় ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মুখোমুখি হন রাজাপক্ষে। সেখানে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানান, বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ভারত যেভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তা প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত বরাবর শ্রীলঙ্কাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সব অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং শান্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়ে ভারত বরাবর তার প্রতিবেশীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক কয়েক হাজার বছরের। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে এমটি নিউ ডায়মন্ড জাহাজের অগ্নি নির্বাপনের শ্রীলঙ্কার সাহায্য ভারত যেভাবে করেছে তার প্রশংসা করেন রাজাপক্ষে।

করোনা বিধি মেনে এ দিনের অনুষ্ঠান হয়। নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া বেঙ্গলি এসোসিয়েশন (আইবা)

ঝাড়খন্ড বাঙালি সমিতিও এতে সামিল হয়। বিহার বাঙালি সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুসারে এদিন সকাল ১০ টা থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালায় অংশ নেন।

ছয়ের পাতায়

বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পূর্তিতেও অব্যাহত শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পূর্তিতেও অব্যাহত রইল শাসক বিরোধীদলের তরজা। শনিবার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে গিয়ে বাকযুদ্ধে জড়ায় বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার এদিন ফের একবার একে অপরকে দোষারোপ করে শাসক বিরোধীদল।

এদিন বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা জানি কারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। নিশ্চিত হয়েছি বিশ্বভারতীতে পাঁচিল ভাঙার কাণ্ডের পর। বাংলায় মূর্তি ভাঙার চালনা করেছে তৃণমূল সরকার। আমরা তাদের মূর্তি ভাঙার শুভারম্ভ ওকে শেষ করব। একুশে আমরা আবার নতুন করে সোনার বাংলা গড়বে তখন স্বামী বিবেকানন্দকে যেভাবে কালি ছেটানো হয়েছে, শ্যামাপ্রসাদকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তার প্রতিবাদে তৃণমূল সরকারকে কালি ছেটানো হবে'। পাশাপাশি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আবার এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে এদিন লকেট দেবী জানান, 'বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন, বাল্যবিবাহ রদ করেছিলেন, মহিলাদের জন্য এত কিছু করেছেন সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়ে শুধুমাত্র নিজের আসন পাওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিল। তিন তালাকের বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ তিনি মহিলাদের শিক্ষার আলো দেখাতে চান না'। তাঁর আরও অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে এখনো নারী পাচারের এক নম্বর, করোনা আবহেও ধর্ষন হচ্ছে। কিন্তু তার একটারও বিচার হয়নি। ২০২১ এ বিজেপি সরকার এলে আমরা দেখিয়ে দেব মহিলাদের সুরক্ষা কাকে বলে। এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষা কোথায় পৌঁছতে পারে তা আমরা বুঝিয়ে দেবো'।

অন্যদিকে তার অভিযোগ, 'রাজনীতি করার জন্য ভোটে জেতার জন্য তৃণমূল বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিল। নিজেদের বাঙালির গর্বকে ভেঙে ফেলল'। এর পাল্টা সুর চড়িয়েছেন ব্রাত্য বসু। তার কথায়, 'রাজনীতিকরণের রং দেওয়ার জন্য মিথ্যে অভিযোগ করছে বিজেপি। মহিলাদের এভাবে আলাদা করে দেখাতে আমি বিরোধী।' ব্রাত্যবাবু পাল্টা দাবি করে জানান, 'এখানে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে তা বিজেপিরা ভেঙেছে আমরা সবাই জানি। বাঙালির যেকোন পথপ্রদর্শকদের মূর্তি ভাঙতে তারা আগ্রহী।' একই সঙ্গে মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, 'বিজেপির যে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তার কোন মূর্তি তারা তৈরি করেনি। বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি তারা তৈরি করেছে। অর্থাৎ বাংলায় বসবাসকারী সে বাঙালি হোক বা অবাঙালি তাদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বিজেপির নেই'।

প্রসঙ্গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তখন কলকাতায় অমিত শাহের পথসভার দিন বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভেঙে ফেলে একদল দুষ্কৃতী। এর পরেই মূর্তি ভাঙা নিয়ে পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকে শাসক বিরোধীদল। যা নিয়ে উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি।

অন্যদিকে, এদিন পুজো কমিটি গুলিকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, 'পুজো কমিটিকে আজকে টাকা দেওয়া হচ্ছে পুজো করার জন্য। সেই টাকাগুলো পুজো কমিটিকে না দিয়ে তো গরিব মানুষকে দিতে পারতো তাহলে তারা খেতে পারতো। তৃণমূল নিজের স্বার্থকে সিদ্ধি করার জন্য ভোট প্রচারে ঠিকমতো হয় সেই জন্যে টাকা দিচ্ছে'।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৩৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রতিযোগিতার মাঝেই ৫ টাকায় পেট ভরা খাবার

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কে, কত কম দামে মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত খাবার তুলে দিতে পারে নিরন্ন মানুষের মুখে তারই এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবটাই অবশ্য বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এবার সেই প্রতিযোগিতার মাঝেই শনিবার উঠে এল মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে পেট ভরা খাওয়ার তুলে দেওয়া। নাম 'দিদির রান্নাঘর'। কলকাতা থেকে কার্যত ঢিল ছোঁড়া দূরে থাকা ব্যারাকপুরের বুকে কয়েকটি ক্লাব এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে মিলবে ভাত, ডাল, তরকারি আর চাটনি। সূত্রের খবর, এই কমিউনিটি কিচেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যারাকপুর ও টিটাগড় পুরসভা কর্তৃপক্ষও। চিন্তাভাবনা রয়েছে এই কমিউনিটি কিচেনকে আরও বড় উদ্যোগে গোটা ব্যারাকপুর মহকুমা এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ারও।

লকডাউনের জেরে রাজ্যের বহু মানুষের কাজ গিয়েছে চলে। এই সব মানুষদের একটা বড় অংশও নিত্যদিনের রোজগারে জীবন নির্বাহ করতেন। তাঁদের মুখে অন্ন তুলে দিতে নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসে। রাজনৈতিক স্তরে ও বেসরকারি উদ্যোগেও এই সব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পদক্ষেপ নেন অনেকে। প্রথমদিকে চাল, ডাল, সবজি ওই সব মানুষদের হাতে তুলে দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও পরে রান্না করা খাবার খুব কম মূল্যে বিক্রির রেওয়াজ চল হয়েছে আনলক পর্বে এই রাজ্যের মধ্যে।

সেই উদ্যোগই এখন নানা জায়গায় নানা রূপে নানা নামে ধরা দিচ্ছে। ব্যারাকপুরে বি এন বোস হাসপাতালের পাশে এমনই এক কমিউনিটি কিচেন খোলা হয়েছে যেখানে মাত্র ৫ টাকায় রান্না করা খাবার পাওয়া যাচ্ছে। সেই কমিউনিটি কিচেনের নাম দেওয়া হয়েছে 'দিদির রান্নাঘর'। মূলত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ব্যারাকপুর ও টিটাগড়ের কিছু ক্লাব এগিয়ে এসেছে এই কমিউনিটি কিচেন চালাবার জন্য। যাবতীয় খরচের যোগান তারাই দিচ্ছে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দুটি গরু উদ্ধার ফুলকান্দি বিএসএফের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে গরু মহিষ সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রীর পাচারকার্য বহাল তবিয়তেই চলছে। বিএসএফের টহলদারিতে গরু মহিষ বিড়ি সহ বিভিন্ন সামগ্রীর বাজেয়াপ্তের ঘটনায় তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। গত মাস দিনের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি গরু মহিষ সহ বিশাল পরিমাণের বিড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পাচারকারীদের আটক করতেও সক্ষম হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

অনুরূপভাবে শুক্রবার গভীর রাতে বাংলাদেশ পাচারের পথে দুটি গরু উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তবে সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গরু দুটির ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। শুক্রবার গভীর রাতে সীমান্তবর্তী ফুলকান্দি এলাকায় রুটিন টহলদারির সময় কাঁটাতারের বেড়ার পার্শবর্তী ঘন জঙ্গলাকীর্ণ স্থান থেকে দুটি গরু উদ্ধার করেন ফুলকান্দি বিওপির ১৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। উদ্ধারকৃত গরু দুটি পাথারকান্দি থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফ জানিয়েছে।

রাহুল সিনহা

পাচের পাতার পর

সেবা এবং বিজেপির একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করেছি। জন্মলগ্ন থেকে বিজেপির সেবা করার পুরস্কার এটাই যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আসছে তাই আমাকে সরতে হবে। এর থেকে বেশি দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। দল যে পুরস্কার দিল তার পক্ষে বিপক্ষে আমি কিছু বলবো না"।

এরপরেই তিনি সাফ জানান, "আমি যা বলার দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে বলব এবং আমার ভবিষ্যৎ ও কর্মপন্থা ঠিক করব"। রাহুল সিনহার এই মন্তব্য যে যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। আগামী দিনে তিনি দল ছেড়ে দেবেন কিনা অথবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করবেন কিনা তা অবশ্য সময় বলবে।

এসোসিয়েশন

পাচের পাতার পর

বিষয় ছিল 'মানবসেবী বিদ্যাসাগর'। এই বক্তৃতামালা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে প্রত্যেক শনিবার সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা হবে।

এই বাড়ির তাৎপর্য ঐতিহাসিক। বর্ণপরিচয়ের ষষ্ঠ সংস্করণ এই ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। কার্মাটাঁড় স্টেশন এখন বিদ্যাসাগরের নামে। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচের পথ গেলেই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি। সুনির্মলবাবুর বললেন, ৩ একর ১৯ ডেসিমেল জমি। বিদ্যাসাগরের বাড়িটি সংস্কার করে দিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার। এই বাড়িতে রয়েছে বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত খাট, ছবি। রয়েছে দুটি অতিথি নিবাস। একটির নাম 'জামশেদপুর ভবন', অপরটি 'মনমোহন অতিথি নিবাস'। পর্যটক, বিদ্যাসাগর অনুরাগীরা থাকতে পারবেন, খাবারের ব্যবস্থাও আছে। সুনির্মলবাবু জানান, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই বাড়িটির জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ড সরকার ২৫ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছে। 'পথের পাঁচালী'ও আর্থিক সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে অর্থ পেলে গড়ে উঠবে কম্পিউটার সেন্টার।

মানবদরদী বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও বিদেশে থাকার সময় আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। সুনির্মলবাবুর কথায়, 'এই বাড়িতেই রয়েছে তিরিশটি ছবি। তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে হবে। এখানে রয়েছে 'ভগবতী ভবন'। ছোট অডিটোরিয়াম। বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি জায়গাটি কিনেছে। নাম 'নন্দনকানন'। ১৮ বছর বিদ্যাসাগর এই বাড়িতে ছিলেন।' তিনি বলেন, কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের এই বাড়িটি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের ভাবনা রয়েছে। কলকাতা দূরদর্শনও একটি ছবি করেছে।

খগেশ্বরী বরা

তিনের পাতার পর

খগেশ্বরী বরার সাহসের প্রশংসা করে গোটা গ্রামবাসী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। খগেশ্বরী দেবীর পাশাপাশি তাঁর ছেলে, ছেলে বউ এবং নাতির শরীরেও কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছিল। গত ২০ সেপ্টেম্বর খগেশ্বরী দেবীর ছেলের শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে তাঁকে স্ত্রী এবং ছেলে সমেত ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর অবশ্য এখনও চিকিৎসাধীন।

প্রধানমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

কি রেতি এবং বদ্রীনাথে একটি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন করবেন। শনিবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই কথা জানানো হয়েছে। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডের যে এসটিপি তৈরি করা হয়েছে তা অত্যাধুনিক। এখানে সলিড ওয়েস্ট এর ব্যবহার কম্পোজিট রূপে করা হবে। রাজ্যের জগজীবনপুরে যে এসটিপি গড়ে তোলা হয়েছিল তার প্রশংসা করে গিয়েছেন স্বয়ং সুইডেনের রাজা। উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরাখণ্ডে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে একাধিক ক্ষেত্রে বহুমুখী উন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গার জলকে স্বচ্ছ এবং সুন্দর রাখতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়বে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

অক্টোবর থেকেই রাজ্যে লাগু নয়া আইন, বাধ্যতামুলক মিষ্টির মেয়াদ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফুড সেফটি কমিশনারের নির্দেশ কার্যকরী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে। এই নির্দেশ অনুযায়ী আগামী অক্টোবর মাস থেকে মিষ্টিতে লিখে দিতে হবে সেটির মেয়াদের সীমা অর্থাৎ এক্সপায়ারি ডেট।

দেশের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এফএসএসএআই নির্দেশ দিয়েছে যে ১ অক্টোবর থেকে চালু হবে এই আইন। কতদিন পর্যন্ত মিষ্টি ভালো থাকবে বা খাওয়া যেতে পারে, তা বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে 'এক্সপায়ারি ডেট' বা 'বেস্ট বিফোর' শব্দদুটির মধ্যে যে কোনও একটি। অন্যান্য রাজ্যে এই নির্দেশ নিয়ে সমস্যা না দেখা দিলেও এই রাজ্যে তা বড়সড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে চলেছে। কেননা বাংলা শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সব থেকে বড় মিষ্টি বিক্রেতা রাজ্যই নয়, দেশের সব থেকে বড় খুচরো মিষ্টির বিক্রেতাও। তবে গ্রামীণ এলাকা ছাড়া এই সিদ্ধান্তের জেরে বড় কোনও সমস্যা দেখা দেবে না বলেই মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছেন ফুড সেফটি কমিশনার। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে প্যাকেটজাত নয় এমন মিষ্টির ক্ষেত্রে ট্রে-তে লিখে রাখতে হবে 'বেস্ট বিফোর'। প্যাকেটজাত মিষ্টিতে লিখতে হবে 'এক্সপায়ারি ডেট'। উপাদানের উপর নির্ভর করে প্রতিটি মিষ্টির 'বেস্ট বিফোর' নির্ধারণ করা হবে। রসগোল্লা রসমালাইয়ের মতো মিষ্টি দু'দিনের বেশি রাখা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। তার জেরে কিছুটা হলেও মিষ্টি বিক্রির ক্ষেত্রে এই রাজ্যে ধাক্কা আসবে বলে অনেক মিষ্টি ব্যবসায়ীরা মনে করছেন। বিশেষত গ্রামীণ এলাকাতে এই সমস্যা প্রকট হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। দই, মিহিদানা, সীতাভোগ, রসমালাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং জেলাস্তরে প্রসিদ্ধ বালুসাই, সরবরা, সরভাজার মতো মিষ্টির ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম ধাক্কা দিলেও দিতে পারে বলে অনেক মিষ্টি ব্যবসায়ী মনে করছেন। অনেকে তো দাবি করছেন যে এই রাজ্যে প্যাকেটজাত মিষ্টি বিক্রির দরজা খুলে দিতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বিদ্যা ভারতীর 'মাইনেপ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের বিদ্যাভারতী আয়োজিত সারা দেশ ব্যাপী 'মাইনেপ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইনে 'মাইনেপ'-এর বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা উদযাপিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতাকে বিদ্যা ভারতীর 'মাই নেপ' প্রতিযোগিতার আওতায় রাখা হয়েছে।

শনিবার বিদ্যা ভারতীর 'মাইনেপ' প্রতিযোগিতায় [illegible]://ছাত্রবন্ধুত্র-এ লগ ইন করে অংশগ্রহণের জন্য সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়েছেন সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'নেপ প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি চমৎকার প্রতিযোগিতা। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পারবেন। বিদ্যা ভারতী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় [illegible]://ছাত্রবন্ধুত্র. লগ ইন করে অংশগ্রহণের জন্য আমার বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছি। অংশগ্রহণ করে নেপ অ্যাম্বাসাডর হওয়ার সুযোগ লাভ করুন। মাই নেপ প্রতিযোগিতা, নতুন ভারত নতুন নেপ।'

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভবেশ কলিতা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যা ভারতী আয়োজিত 'আমার শিক্ষা আমার ভারত' শীর্ষক 'মাই-নেপ' প্রতিযোগিতাটির উদ্বোধন করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষানীতি সংস্কারের সুযোগ, স্কেল এবং প্রভাব নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পাশাপাশি সদ্য ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারের অংশ হিসাবে এই প্রতিযোগিতাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশে সর্বমোট ১৩টি ভাষায় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে ভারত কেন্দ্রিক, সামগ্রিক শিক্ষা, জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিভাগে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত, দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক পর্যায়ের এবং তৃতীয় বিভাগে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক বিভাগে বিজয়ী প্রার্থীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রত্যেককে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য একটি করে সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে।

পেন্টিং, মাইম মেকিং, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রচনা লেখা, শর্ট ফিল্ম ডিরেকশন (প্রডাকশন), ডিজিট্যাল ডিজাইনিং এবং টুইটার থ্রেড ক্রিয়েশনকে এই প্রতিযোগিতার আওতায় রাখা হয়েছে। এ সব ছাড়াও নির্দিষ্ট বিভাগে জাতীয় শিক্ষা নীতির ওপর অনলাইনে তথ্যবহুল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিজয়ীদের নাম আগামী ৫ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

দীপিকাকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করেও সন্তুষ্ট এনসিবি আধিকারিকরা

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে সঙ্গে মাদক যোগ পাওয়া গিয়েছে। এই মাদক যোগের তদন্ত করতে নেমে একাধিক প্রথম সারির বলিউড তারকারা মাদক সেবনের অভিযোগ উঠেছে। সেই তদন্ত ক্রমাগত করে চলেছে নারকটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো এনসিবির আধিকারিকরা।

ইতিমধ্যেই মাদক কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে জেলে রয়েছেন রিয়া চক্রবর্তী। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাকুল প্রীত সিং সহ একাধিক বলিউড তারকার নাম সামনে এসেছে। যার জেরে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করেছে এনসিবির আধিকারিকেরা। ম্যারাথন জেরা করার পরেও দীপিকার বয়ানের সন্তুষ্ট নয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। ফলে আগামী দিনে তাকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে সারা আলি খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে এনসিবি। এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্মার্টফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সবার প্রথমে রিয়া চক্রবর্তীকে মাদক কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়। মাদক সরবরাহের জন্য তার একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এর প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সূত্র ধরে একটি ট্যালেন্ট কোম্পানির ম্যানেজার জয়া শাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনসিবি। জিজ্ঞাসাবাদে জয়া শাহ একে একে শ্রদ্ধা কাপুর, সারা আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোনের নাম নেন। এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এনসিবির আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন তিনি। যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এইসব আলোচনা করা হত তার এডমিন হিসেবে নাম সামনে আসে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম।

আয়ুষ মন্ত্রক

পাচের পাতার পর

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে অনুমতি পাওয়া গেছে। নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ এবং সিএসআইআর-এর অধীনস্থ সংস্থা আইজিআইবি-র সঙ্গে একযোগে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে।

এই পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। আয়ুষ পদ্ধতির গবেষণায় এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেস রিপোর্ট ফোরামের সাহায্যে বিশেষজ্ঞরা আধুনিক ওষুধ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ফলাফলের বিষয়ে পর্যালোচনা চালাবেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ইনস্টিটিউশনাল এথিক্স কমিটির অনুমতি লাগবে।

খুঁটিতে

● প্রথম পাতার পর

বাগান এলাকা থেকে দশটি বিটুমিন ড্রাম সহএকটি গাড়ি আটক করেছে জানা যায় গত ৯ সেপ্টেম্বর মধ্য ভবন এলাকা থেকে এক থেকে দশটি বিটুমিন রাম চুরি হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে ঠিকাদার গৌতম বণিক রামনগর আউটপোস্ট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ বিটুমিন দামগুলো উদ্ধারের জন্য তৎপরতা শুরু করে। গতকাল রাতে রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবর পায় যে দুর্গাবাড়ি চা বাগানে একটি গাড়িসহ বিটুমিন ড্রাম গুলো রয়েছে সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ দুর্গাবাড়ি চা বাগান এলাকায় তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে দশটি বিটুমিন ড্রাম সহ গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ গাড়িসহ বিটুমিন গুলো থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আবারো দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংগঠিত করল চুরের দল। ঘটনা কাঞ্চনপুর থানাধীন নেতাজি নগর এলাকায়। আজ দুপুরনাগাদ বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতি চুর ঘরে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। আজ দিলীপ নাথ অসুস্থ থাকায় উনার পরিবারের লোকজন উনাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন বাড়িতে ওনার কেউ ছিলনা।

হঠাৎ আশেপাশের লোকজন দেখতে পান উনার ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আশেপাশের লোকজন দমকল বাহিনী এবং কাঞ্চনপুর থানাকে খবর দেয় সাথে সাথে হাসপাতালে খবর পাঠায় উনার স্ত্রীর কাছে খবর শুনে বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে উনার স্বর্ণালঙ্কারসহ ও নগদ অর্থ সহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় উনার ঘরে ব্যবহৃত গ্যাসের সিলিন্ডার ওপেন করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষাদান সহ বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো অনেক সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করে গেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধনঞ্জয় গণচৌধুরী, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা ইউকে চাকমা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধনঞ্জয় গণচৌধুরী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা ইউকে চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

লাইন

● প্রথম পাতার পর

বিয়ের সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছে। কোনভাবেই যাতে নাবালক নাবালিকা বিয়ে না হতে পারে সেজন্য সমাজ সচেতন মানুষজন যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে জানিয়েছেন চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর সুতপা হোমচৌধুরী।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

ব্যাংক থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করছিল তখন ব্যাংকের কর্মীদের সন্দেহ। বিষয়টি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নজরে আনা হলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কৈলাশহর থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কৈলাশহর শাখায় ছুটে যায়। সেখান থেকে প্রতারক সানি চৌধুরীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

দোকানের সমস্ত জিনিষপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে দুই দোকানের মোট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে কমল মজুমদার ও স্বামীর বণিক দাবি করেছেন। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত কোথা থেকে তা জানা যায়নি। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

দেন তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৭৮৩ করোনা-আক্রান্ত ২,০৫,৪৫২

ভুবনেশ্বর, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৩৫৬ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,০৫,৪৫২। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৬ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৮৩। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে রাজ্যে, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৬৫,৪৩২ জন।

শনিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪,৩৫৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,০৫,৪৫২। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৯,১৮৪ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,৬৫,৪৩২ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৭৮৩-তে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩,৫৩৪টি স্যাম্পেল পরীক্ষার পর মোট করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩০.৬২ লক্ষ ছাড়িয়েছে।

ইকবাল পুর কাণ্ডে হায়দ্রাবাদ পালানোর পরিকল্পনা ছিল খুনীর

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স): ইকবালপুর হত্যাকাণ্ডে ফের নয়া তথ্য এল তদন্তকারীদের হাতে। খুন করেই হায়দ্রাবাদ পালিয়ে যাবে ভেবেছিল অভিযুক্ত সুলতান আনসারি। পরিকল্পনামাফিক টিকিটও কেটে রেখেছিল সে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সুলতান যখন বুঝতে পারে তাঁর কুকীর্তি লোক দেখে ফেলেছে ঠিক তখনই পালানোর বদলে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় সে। তাঁর ধারনা ছিল এতে তার সাজা কিছুটা হলেও কমবে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ইকবালপুরে ঘরে ঢুকে এক মহিলার উপর এলোপাথাড়ি অস্ত্র চালানোর অভিযোগ উঠেছে তার দূরসম্পর্কের দেওরের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বৌদিকে খুনের চেষ্টা করে। কারণ অভিযুক্ত দেওর বউদির কাছে তার বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিয়ে মানতে নারাজ ছিলেন ওই মহিলা ও তার স্বামী। আর তারপরেই ক্ষোভে ফুঁসছে থাকে অভিযুক্ত। এদিন বাড়িতে এসে ওই মহিলার ওপর চড়াও হয় অভিযুক্ত। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপাতে থাকে ওই মহিলাকে অভিযুক্ত। মাকে খুন হতে দেখে বাঁচাতে আসে তার দুই মেয়ে। মাকে বাঁচাতে আসলে ওই দুই মেয়েকেও কোপ মারে অভিযুক্ত দেওর। শুধু ধারালো অস্ত্র দিয়ে নয় অভিযুক্ত মহিলাকে মাথায় শিলনোড়া দিয়েও থেঁতলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘটার পরেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত দেওর।

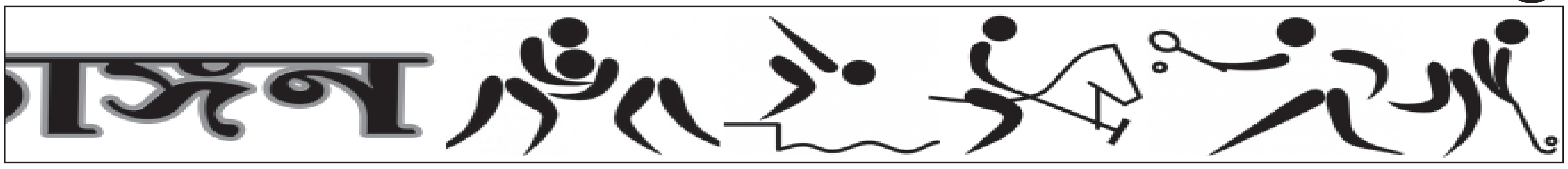

বাংলাদেশের পরিস্থিতি কতটা কঠিন, বুঝতে পারছেন উইলিয়ামসন

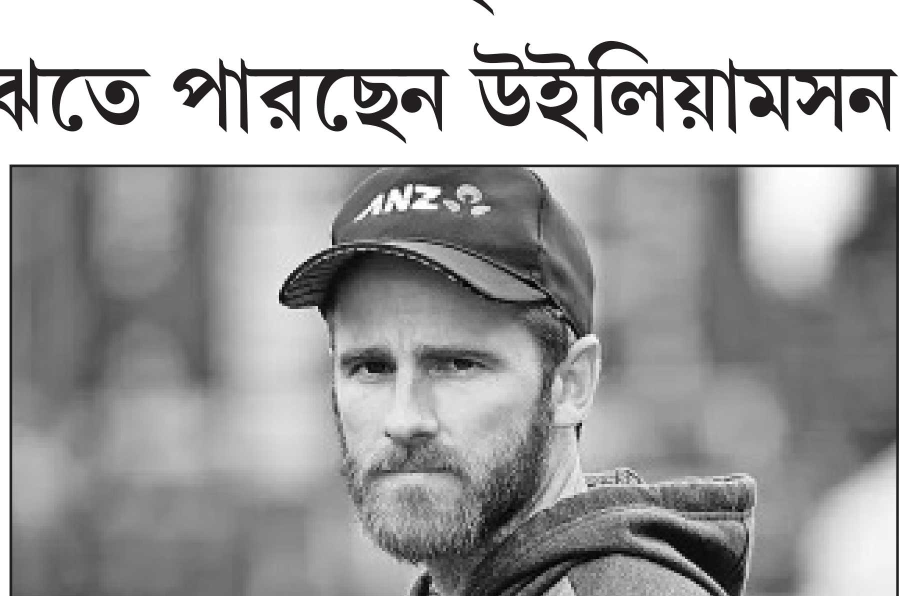

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতে গোনা যে কটি দেশ সাফল্যের দেখা পেয়েছে, নিউজিল্যান্ড তার একটি। কিউইরা করোনামুক্ত হলেও অন্য অনেক দেশের পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। সে কারণেই আগস্টে দুই টেস্ট খেলতে নিউজিল্যান্ড দলের বাংলাদেশ সফরটা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি অবশ্য তামিম ইকবালের কাছে আগেই জেনেছিলেন কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করছেন উইলিয়ামসন। ইউনিসেফের সঙ্গে নতুন জুটি বাঁধার পর নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। সেখানেই তিনি বলেছেন বাংলাদেশ --- প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ—পরিস্থিতি বলার আগে নিজের দেশের করোনা—সাফল্য নিয়ে বলেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক, ''করোনা মোকাবিলায় নিউজিল্যান্ডে সবাই যেভাবে কাজ করেছে এটা দেখে ভালো লেগেছে। নিউজিল্যান্ডে হয়তো সাফল্য মিলেছে। কিন্তু বাইরে যদি দেখেন, অনেক দেশে এখনো ভাইরাসের বিপর্যস্ত। যেখানে সাবান—পানির মতো মৌলিক জিনিসের অভাব আছে।''

উইলিয়ামসন যে দেশগুলোর কথা বলছেন বাংলাদেশ তার একটি। এই অতিমারির মধ্যে দেশের বাইরে অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন উইলিয়ামসন। সেটির অংশ হিসেবে গত মাসে তামিমের সঙ্গে অনলাইন আড্ডা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়কের কাছে জেনেছিলেন, বাংলাদেশ কতটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিউই অধিনায়ক বললেন, ''কিছুদিন আগে জুমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবালের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে আমার। বুঝতে পেরেছি যে তাঁর দেশের পরিস্থিতি কতটা কঠিন। বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভাইরাসটি দূরে রাখা সত্যি কষ্টকর।''

বাংলাদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে অবশ্য আগে থেকেই ধারণা আছে উইলিয়ামসনের। ২০১৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফরে দুই টেস্টের সিরিজে খেলতে এসে তিনি বুঝেছিলেন, কন্ডিশনটা তাঁদের কাছে কতটা কঠিন, ''বাংলাদেশের কন্ডিশন অনেক কঠিন। যখন আমি প্রথম বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম (২০১৩ সালে) টেস্ট খেলতে, সে সময়কার গরম এবং আর্দ্রতার কথা ভুলব না,।''উইলিয়ামসনদের আবারও সুযোগ তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ সফরে আসার। করোনাধাক্কায় সেটি আর সম্ভব হলো না। গত সপ্তাহে সিরিজটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

রোনালদোর রেকর্ডে ভাগ বসিয়ে মাথা চাপড়াতে হচ্ছে তাঁকে

সর্বশেষ এমন কিছু দেখিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ২০০৬ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে যা করেছেন রোনালদো, প্রায় ১৪ বছর পর এসে সেই ইউনাইটেডের বিপক্ষেই তা করলেন ব্রাইটনের মিডফিল্ডার লিয়েন্দ্রো ট্রোসার্ড। কিন্তু সর্বকালের অন্যতম সেরার পাশে নাম লিখিয়েও খুব একটা আনন্দ পাবেন না ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। কারণ যেভাবে পাশে বসেছেন তাকে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার পাল্লায় মাপা যাবে না। দুর্ভাগ্যের পাল্লায় মাপতে হবে সেটা।ব্রাইটন ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৬টি গোল ট্রোসার্ডের। ২৫ বছর বয়সীর প্রিমিয়ার লিগ ক্যারিয়ারে গোলের সংখ্যা আজই পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যেতে পারত। কিন্তু সেটা আর হতে দেয়নি দুর্ভাগ্য।প্রিমিয়ার লিগে আজ দারুণ নাটকীয় ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। নাটকীয় মোড় নেওয়া ম্যাচের দুর্ভাগা দলটির নাম ব্রাইটন। কারণ তাদের পাঁচটি শট গোল পোস্ট ও বারে লেগে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে দলের বেলজিয়াম ফরোয়ার্ড ট্রোসার্ডের শটই ছিল তিনটি। এভাবেই রোনালদোকে ছুঁয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। সর্বশেষ ২০০৬ সালে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে রোনালদোরও তিনটি গোল আটকে দিয়েছিল ওই 'উডওয়ার্ক'। আগের ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ৩-০ গোলে হারানো ব্রাইটন আজ শুরু থেকেই ছিল দুর্দান্ত। ট্রোসার্ডের গোলে ১০ মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যেতে পারত তারা। ৯ মিনিটে বক্সের ওপর থেকে নেওয়া তাঁর বাম পায়ের শট ক্রসবারে লাগে। ২১ মিনিটে দ্বিতীয়বার। এবার তাঁর বাম পায়ের শট এবার দূরের পোস্টে লাগে। আর শেষ ঘটনা দ্বিতীয়ার্ধের। ৭৬ মিনিটে তাঁর দল তখন ২-১ গোলে পিছিয়ে। এবার তাঁর বাম পায়ের শট লাগে ক্রসবারে।

ট্রোসার্ডের দলের দিনটিও খারাপ গেছে। অতিরিক্ত যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ২-২ গোলে সমতায় থেকে ম্যাচটি শেষ করতে যাচ্ছিল তারা। খেলার শেষ বাঁশিও বেজেছিল। কিন্তু তারও ৫ মিনিট পর ব্রুনো ফার্নান্দেজের পেনাল্টি গোলে জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। খেলার শেষ মুহূর্তে ম্যানচেস্টার অধিনায়ক হ্যারি ম্যাগুয়ারের হেড নিল মপের হাতে লাগে। রেফারি বিষয়টি খেয়াল না করলেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়দের জোরালো দাবির পর ভিএআরও জানিয়ে দেয় পেনাল্টি! নির্দেশ দেওয়া হলে স্পটকিক থেকে দলকে জয় এনে দেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ম্যাচ শেষে ফার্নান্দেজ তাই ফোড়ন কাটতে পারছেন, 'হয়তো ওদের আরও কিছু প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো গোল করা, বারে লাগানো নয়। মাঝেমধ্যে আপনার ভাগ্য থাকা লাগে।'আজকের দিনটি দুর্ভাগ্যে মোড়ানো থাকলেও এই মাসটি ট্রোসার্ডের জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে। বেলজিয়ামের হয়ে বয়সভিত্তিক প্রায় সব দলে খেলা হলেও জাতীয় দলে ডাক পাচ্ছিলেন না কোনোভাবেই। অবশেষে ৫ সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান ন্যাশনস কাপে ডেনমার্কের বিপক্ষে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। এখন পর্যন্ত বেলজিয়ামের জার্সিতে ওই এক ম্যাচ খেলা ট্রোসার্ড গত বছরই নাম লিখিয়েছেন ব্রাইটনে।

আনুশকা-গাভাস্কার ম্যাচে 'আম্পায়ারিং' কঙ্গনার

কঙ্গনা রনৌত ঠেঁটকাটা। কিংবা স্পষ্টভাষীও বলা যায়। বেফাঁস কথা বলার পাশাপাশি উচিত কথাটা মুখের ওপরই বলে দিতে জানেন। সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার পর কঙ্গনা তো রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন বলিউডে। ভারতের এ শক্তিশালী অভিনেত্রী এবার ছাড় দিলেন না সুনীল গাভাস্কার ও আনুশকা শর্মাকেও। দুজনের বাগ্‌যুদ্ধে কঙ্গনার ভূমিকা যেন 'আম্পায়ার'!একটু পেছন ফিরে দেখা যাক। ঘটনার শুরু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচে। সানরাইজার্স অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের দুটি ক্যাচ ফেলেন কোহলি। ব্যাটিংয়েও ভালো করতে পারেননি বেঙ্গালুরু অধিনায়ক। এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এ ম্যাচের ধারাভাষ্যে গাভাস্কার বলেছেন, 'বিরাট লকডাউনে শুধু আনুশকার বলে অনুশীলন করেছে।' অর্থাৎ, আনুশকার সঙ্গে ক্রিকেট খেললে পারফরম্যান্স এমন হওয়ারই কথা। মন্তব্যটিতে নারী বিদ্বেষ স্পষ্ট। তারওপর কোহলির ব্যর্থতার জন্য এখানে প্রচ্ছন্নভাবে আনুশকাকে দোষারোপ করা হয়েছে।

কোহলির স্ত্রী ও বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা এরপর চুপ করে থাকেননি। ভারতীয় কিংবদন্তির মন্তব্য কুরুচিপূর্ণ, ইনস্টাগ্রামে এমন মন্তব্য করেন আনুশকা। তবে গাভাস্কার সত্যিই এমন মন্তব্য করেছেন কি না কিংবা তাঁর কথা ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলেও দাবি উঠেছে। গাভাস্কার অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'প্রথমত আমি বলতে চাই, আমি ওকে (আনুশকা) কখন দোষারোপ করলাম? ওকে তো দোষারোপ করিনি। শুধু এতটুকুই বলেছি যে, ওই ভিডিওতে দেখা গেছে সে বিরাটকে বোলিং করেছে। লকডাউনের সময়ে বিরাট এর বাইরে আর কারও বলে অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি। ওটা টেনিস বলের ক্রিকেট ছিল। লকডাউনে মানুষ সময় কাটাতে যে ক্রিকেট খেলে, সেটা। এই তো! এখানে বিরাটের ব্যর্থতার জন্য ওকে কোথায় দোষারোপ করলাম?'এখন পরিস্থিতি যে পর্যায়ে তাতে ভারতের মানুষ যেন দুটি ভাগে বিভক্ত। কেউ গাভাস্কারের পক্ষে কেউ আনুশকার। অনলাইনে গাভাস্কারের পক্ষে প্রচারণাও চলছে। এদিকে কঙ্গনা চুপ করে না থেকে দুটি পোস্ট করেছেন টুইটারে। প্রথম টুইটে তিনি সমালোচনা করেছেন বলিউডে নিজের সতীর্থ আনুশকার, 'যখন আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং হারামখোর বলা হয়েছিল আনুশকা চুপ করে ছিল। আজ একই বিদ্বেষ তাকেও আঘাত করেছে। সুনীল গাভাস্কার যে তাকে ক্রিকেটে টেনে এনেছেন তার নিন্দা করছি তবে একই সঙ্গে সুবিধাবাদী নারীবাদও শোভন নয়।'এরপর আরও একটি টুইট করেন কঙ্গনা, 'একমাত্র যৌন বিকৃত লোকেরাই সুনীল গাভাস্কারের কথায় যৌনতা খুঁজে পাবেন, যা তিনি বলেছেন জাতীয় টিভিতে একজন নারীকে নিয়ে। তার নামটা নেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আনুশকার তো একজন ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলেছে এবং স্বামীর সঙ্গে তাঁর ক্রিকেট অনুশীলনের বেশ কিছু ভিডিও আছে।'

লিভারপুলকে 'গার্ড অব অনার' দেবে সিটি

প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নের বেশে লিভারপুল প্রথম খেলবে গতবারের শিরোপাজয়ী ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে। কদিন বাদে হতে যাওয়া ম্যাচটিতে নতুন চ্যাম্পিয়নদের স্বাগতিক দলের খেলোয়াড়রা 'গার্ড অব অনার' দেবে বলে জানিয়েছেন সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আগামী বৃহস্পতিবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া একটায়।গত দুই মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন ও পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটি গত বৃহস্পতিবার চেলসির মাঠে হেরে গেলে নিশ্চিত হয়ে যায় লিভারপুলের প্রথম প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। ৩০ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে তারা ঘরে তোলে আরেকটি লিগ শিরোপা।রেকর্ড সাত ম্যাচ বাকি থাকতে শিরোপা জেতা লিভারপুল 'গার্ড অব অনার' পাওয়ার দাবিদার বলে মনে করেন গুয়ার্দিওলা। এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে রোববার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে সিটি, এর আগের দিন শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দলটির কোচ।''অবশ্যই আমরা গার্ড অব অনার দিব। লিভারপুল আমাদের এখানে আসলে আমরা তাদের অভিবাদন জানাবএটা তাদের প্রাপ্য।''রোনালদো লা লিগা ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডাররা হয়তো হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। লিগে সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন তিনি সেভিয়ার বিপক্ষে, ২৭টি। তালিকায় এরপর আছে যথাক্রমে গেতাফে (২৩), আতলেতিকো মাদ্রিদ (২২), সেল্তা ভিগো (২০) ও বার্সেলোনা (১৮)। শুধু লা লিগাতেই নয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও রোনালদো ছিলেন ধারাবাহিক। টানা সাত মৌসুমে কমপক্ষে ১০ গোল করা ও একক কোনো দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় ১০০ গোল করা প্রথম খেলোয়াড় তিনিই।রোনালদোর বয়স এখন ৩৫। ইউভেন্তুসে যাওয়ার পরও ধরে রেখেছেন সাফল্য ধারা, এখনও ছুটছেন দুর্বার গতিতে। তবে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি

'ভুল করে' টেন্ডুলকারকে আউট দিয়েছিলেন তিনি

এক—দুই বছর নয়, টানা ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ারিং করেছেন স্টিভ বাকনর। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক বছরের পর বছর ধরে সুনামের সঙ্গেই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তা করতে গিয়ে যে কিছু ভুল করেননি এমন নয়। বাকনর তা স্বীকারও করেন। এই যেমন স্বীকার করলেন অন্তত দুবার ভারতীয় মহাতারকা শচীন টেন্ডুলকারকে আউট ঘোষণা করেছিলেন। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা আম্পায়ার বাকনর বললেন তিনিও মানুষ, আর মানুষ মাত্রই ভুল করে।

বাকনর টেন্ডুলকারকে প্রথম ভুল করে আউট দিয়েছিলেন ২০০৩ সালে ব্রিসবেনে। জেসন গিলেস্পির এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন বাকনর। এরপর ২০০৫ সালে ইডেন গার্ডেনে। পাকিস্তানের আবদুল রাজ্জাকের বলে টেন্ডুলকারকে কট বিহাইন্ড দিয়েছিলেন বাকনর। দুটি ঘটনাই টেস্টের।

বাকনর কাল বার্বাডোজের ম্যাসন অ্যান্ড গেস্ট বেতার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ভুলগুলো, ''টেন্ডুলকারকে দুবার ভুল করে আউট দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না কোনো আম্পায়ার ভুল করতে চায়।

জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে গত এক সপ্তাহ অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল

জৈব সুরক্ষা বলয়ে যারা ঢুকবেন, সিরিজ বা টুর্নামেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বের হতে পারবেন নাগত চার মাসে এটিই দেখা গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) অবশ্য এ নিয়মে একটু পরিবর্তন আনছে। হোটেল সোনারগাঁয়ে জৈব সুরক্ষা বলয় গড়েও তিন দিনের জন্য সেটিতে বিরতি দেওয়া হচ্ছে। এই বিরতিতে খেলোয়াড়েরা চলে যাচ্ছেন যার যার বাসায়। ৩০ সেপ্টেম্বর আবার তাঁরা ঢুকবেন সুরক্ষা বলয়ে।সুরক্ষা বলয়ের বন্দিজীবনে টানা ছয় দিন থেকে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন মুশফিক-তামিমেরা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) এখনো নতুন স্বাস্থ্য নির্দেশিকা না পাঠানোয় ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, আগামীকালের শ্রীলঙ্কাযাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করে ক্রিকেটারদের তিন দিনের ছুটি দিয়েছে বিসিবি। তাদের আশা, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে নতুন স্বাস্থ্য নির্দেশিকা পাঠাবে এসএলসি। এই নির্দেশিকায় যদি নিজেদের চাওয়াগুলো পূরণ হয়, সে ক্ষেত্রে বিসিবির পরিকল্পনা ৭-১০ অক্টোবরের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া। সে ক্ষেত্রে ২৯ সেপ্টেম্বর আবারও কোভিড পরীক্ষা করিয়ে ৩০ অক্টোবরে সুরক্ষা বলয়ে ঢুকবেন নেগেটিভ হওয়া ক্রিকেটারেরা।খেলোয়াড়দের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই জৈব সুরক্ষা বলয়ে বিরতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিসিবির সিনিয়র চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী, 'ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করে তিন দিনের ছুটি দেওয়া হচ্ছে। ওদের আমরা কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি। ফের বলয় তৈরি করতে হলে আবার করোনা পরীক্ষা করিয়ে ক্রিকেটারদের হোটেলে তোলা হবে।'

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা - ২০২০ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

Tripura Board of Joint Entrance Examination- এর পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত পরীক্ষার্থী / পরীক্ষার্থিনীদের জানানো যাচ্ছে যে বোর্ড পরিচালিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা - ২০২০, আগামী ১ এবং ৩ অক্টোবর ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। COVID-19 সংক্রান্ত পরীক্ষা নির্দেশিকা ও অন্যান্য নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। পুরনো Admit Card বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং নতুন Admit Card Download- এর জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে বোর্ডের ওয়েবসাইট (http://tbjee.nic.in) দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। Centre Reporting সকাল ৯টা।

চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগ্জামিনেশন

ICA/D-557/2020-21

NOTICE INVITING E- TENDER

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division invites two bid system e-tender against Press NIT No: - e-PT- 15/EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/ 3320, dt. 23/09.2020 for the Construction of 100 seated Girls hostel for Govt. High Madrassa at Madhya Boxanagar G/P under E3xanagar RD Block, Sonamura Sub-Division during financial year 2019-20 (PWD SOR 2020) with Estimated cost: Z. 3,27,36,492.00 (Rupees Three Crore Twenty Seven Lakh Thirty Six Thousand Four hundred Ninety Two) only with Earnest Money Z. 3,27,365.00 (Rupees Three Lacs Twenty Seven Thousand Three Hundred Sixty Five) only, Tender fee Z. 5,000.00 (Rupees Five Thousand) only. Time of Completion - 12 (Twelve) months, Last Date of online bidding- 13/10 /2020 up to 15.00 Hrs. For more details Bid forms and other can be obtained from website https://tripuratenders.govin.

ICA/C-1702/2020-21

Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District,
Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER(ABRIDGED)
No e-12/AGRI/EE/MECH/2020-21.

Separate sealed e-E.0.1(web-portal: www.tripuratenders.gov.in) are invited by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical division, Department of Agriculture & F.W, Matripalli, Badharghat on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for "Empanelment of vendor (Model specific) to sell Manual Seed Treatment Drum"(2" Call) upto 03.00 P.M on 20/10/2020.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be co acted with 0/o the undersigned if desired.

ICA/C-1698/2020-21

(Er.-S.K. Malakar) Executive Engineer
(Mech.), Deptt. of Agriculture & FW,
Matripalli, Badharghat

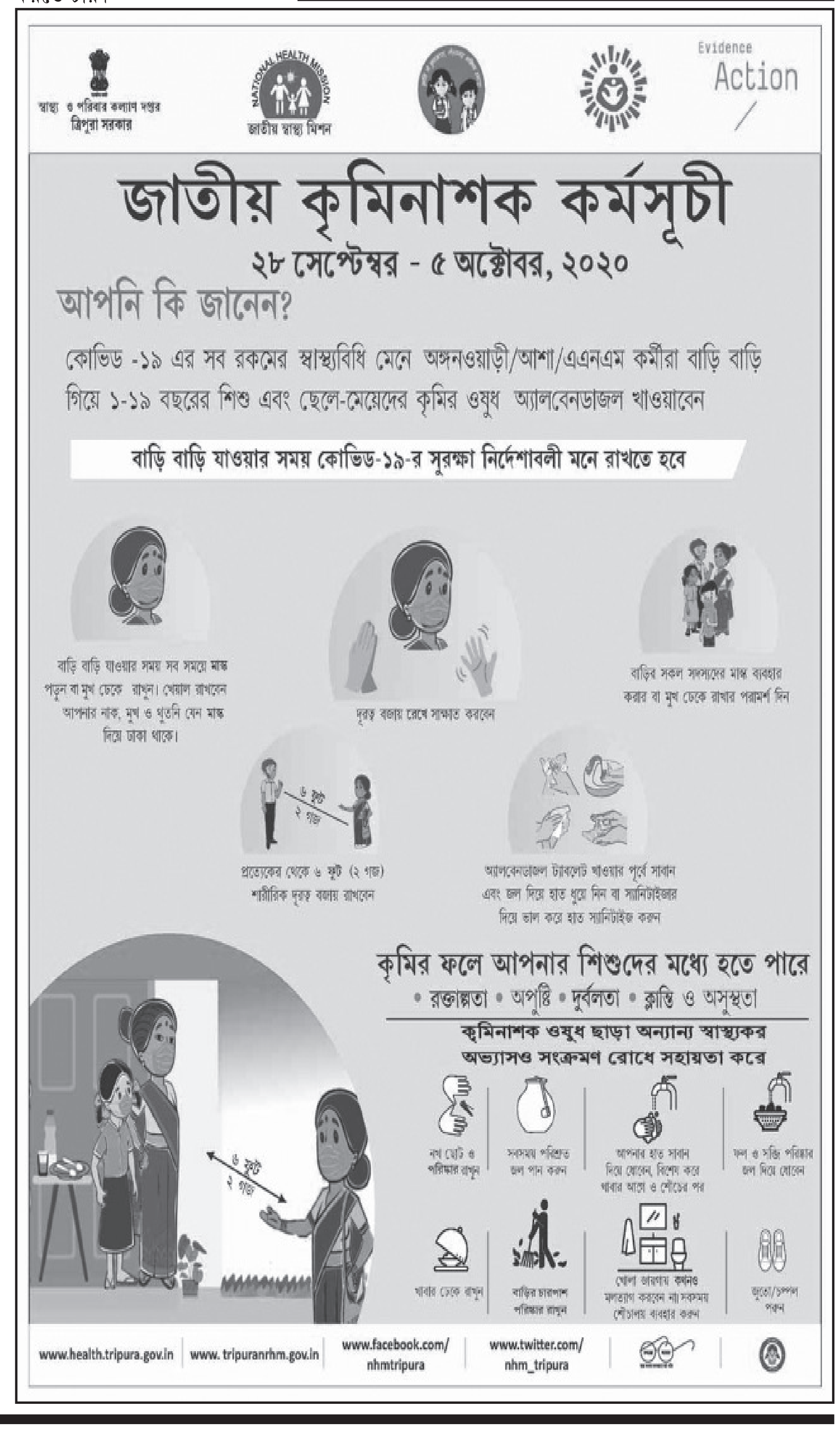

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

স্ত্রী ও শাশুড়িরে প্রাণে মারার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর।। নিজের স্ত্রীকে মারধোর এবং শাশুড়ির ভাড়া বাড়িতে হামলা, মালিকের উপর হামলা ও বাড়িঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো তেলিয়ামুড়ার এক ব্যবসায়ীর ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গ টিলার নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হারাধন দাসের ছেলে অভিজিৎ দাস (বিক্রম) এর বিরুদ্ধে। ঘটনা বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাতে অভিজিৎ তার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা দাসের উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। একটা সময় তার স্ত্রীকে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করে। কোন প্রকারে প্রাণ বাচিয়ে তার স্ত্রী দুই শিশুকে নিয়ে তেলিয়ামুড়ার কালিটিলা এলাকায় তার মায়ের ভাড়া বাড়িতে চলে আসে। নেশা আসক্ত স্বামী অভিজিৎ রাত প্রায় ১২টা নাগাদ সেখানে পৌছে যায় তাকে মারার জন্য। বাড়ির মালিক মলয় পাল তাকে বাধা দিলে তার উপর চড়াও হয় অভিজিৎ তাকেও মারতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে শর্মিষ্ঠা নিজের মায়ের ভাড়া বাড়ির মালিকের ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে মারার জন্য ঘরে ঢুকতে না পেরে ঘরের দরজা ভাঙচুর করে নেশা গ্রস্থ স্বামী । চিৎকার শুনে এলাকাবাসী ছুটে আসলে সেখানে থেকে পালিয়ে যায় স্বামী অভিজিৎ।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল লাদাখ, ৩.৭ তীব্রতার কম্পন

শ্রীনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। শনিবার ভোররাতে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখে, লেহ থেকে ৮৪ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৭। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ২.১৪ মিনিট নাগাদ ৩.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখেঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, লেহ থেকে মাত্র ৮৪ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। মৃদু ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।

২৪ ঘন্টায় ১৩.৪১ লক্ষ, ভারতে ৭ কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের রেকর্ড ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৩.৪১ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭ কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩, ৪১,৫৩৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,০২,৬৯,৯৭৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার দৈনিক টেস্ট সংখ্যা পরপর দু”দিন স্বস্তি দিল। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৩, ৪১,৫৩৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৭, ০২,৬৯,৯৭৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষামন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে : মিজিতো ভিনিতো

নিউইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য পাকিস্তানের একমাত্র গৌরব হল সন্ত্রাসবাদ, জনজাতির নির্মূলীকরণ, মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত এবং গোপনে পারমাণবিক বাণিজ্য। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় জানিয়ে দিল ভারত। একইসঙ্গে পাকিস্তানকে তুলোধনা করে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিজিতো ভিনিতো বলেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরের যে অংশে অবৈধ দখল রেখেছে পাকিস্তান, সেখানেই যাবতীয় বিবাদ। পাকিস্তানকে আমরা অনুরোধ করছি, অবৈধভাবে দখলে রাখা সমস্ত অঞ্চল খালি করে দেওয়া জন্য।
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সবে শুরু হচ্ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভাষণ। প্রত্যাশিত ছিলই, ইমরানের ভাষণ শুরুর আগেই প্রতিবাদ স্বরূপ সাধারণ পরিষদের সভাকক্ষ ত্যাগ করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিজিতো ভিনিতো। জম্মু ও কাশ্মীরের আইনসভার পরিবর্তন, সেখানে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি, সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহারের মতো বিষয় নিয়ে যথারীতি মুখ খুলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান হুঁশিয়ারি দেন, কাশ্মীর একটি পারমাণবিক দ্বন্দ্বের জায়গায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়মের ভিত্তিতে কাশ্মীর ইস্যু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি থাকবে না বলে মন্তব্য করেন ইমরান।
প্রত্যুত্তরে ভারতের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ভারতের অখণ্ড অংশ হল জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। ফার্স সেক্রেটারি মিজিতো ভিনিতো বলেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অখণ্ড অঙ্গ।
কাশ্মীরের যে অংশে অবৈধ দখল রেখেছে পাকিস্তান, সেখানেই বিবাদ। পাকিস্তানকে আমরা অনুরোধ করছি, অবৈধভাবে দখলে রাখা সমস্ত অঞ্চল খালি করে দেওয়া জন্য। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিজিতো ভিনিতো আরও বলেন, ইনি সেই নেতা যিনি আজ বিষ ছড়ালেন, ২০১৯ সালে আমেরিকায় স্বীকার করেছিলেন তাঁদের দেশে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার জঙ্গি রয়েছে, ওই সমস্ত জঙ্গিদের পাকিস্তানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই দেশই কুখ্যাত এবং তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের পেনশন প্রদান করে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি বলেন, ”৭৫ তম বর্ষপূর্তিতে নয়া নিকৃষ্টের সাক্ষী থাকল এই মহান ফোরাম। যারা ঘৃণা ও হিংসায় প্ররোচনা দেয়, তাদের জন্য গলা ফাটিয়েছেন পাকিস্তানের নেতা।”

মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, বিশ্বে করোনায় মৃত্যু প্রায় ১০ লক্ষ

ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ কিছুটা নিম্নমুখী। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছুঁই ছুঁই। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪১৩। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৪১ জনে। সংক্রমণ ও মৃত্যুর হিসেবে শীর্ষে আমেরিকাই। এ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭২ লক্ষ ৪৪ হাজারেরও বেশি। মার্কিন মুলুকে মৃত্যু হয়েছে ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ।
সংক্রমণের নিরিখে আমেরিকার পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৩,৩৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং মোট সংক্রমিত ৫৯,০৩,৯৩৩ জন। এখনও পর্যন্ত ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৮,৪৯,৫৮৫ জন। আমেরিকা ও ভারতের পরই তালিকায় রয়েছে ব্রাজিল। ল্যাটিন আমেরিকার দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬ লক্ষ ৯২ হাজার। মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের।

করোনায় পুদুচেরিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫০০

পুদুচেরি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেস শাসিত পুদুচেরিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় এক ৮৯ বছরের প্রৌঢ়া সহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০।
শনিবার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা এস মোহন কুমার জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫৫৫। ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪২৪। করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০৩২। সব মিলিয়ে আক্রান্তের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬০৩২। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩২৭। এখনও পর্যন্ত গোটা পুদুচেরি জুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১.৬৬ লাখ। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭৭.৬২ শতাংশ। মৃত্যুর হার সেখানে ১.৯২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় যে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে তারমধ্যে বেশির ভাগেরই কো - মরবিডিটি ছিল।

সার্ভিস রাইফেল দিয়ে আত্মঘাতী পুলিশকর্মী

প্রতাপগড় (উত্তর প্রদেশ), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে আত্মঘাতী এক পুলিশকর্মী। শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
শনিবার সকালে পুলিশ সুপার অনুরাগ আরিয়া জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে প্রতাপগড় এর পুলিশ ব্যারাকে গুলি চালানোর বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। দেখা যায় এক পুলিশকর্মী নিজের সার্ভিস রাইফেল এ কে ফরটিসেভেন দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। তার রক্তে ভেজা শরীর পড়েছিল পুলিশ ব্যারাকে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এটি আত্মহত্যার ঘটনা। মৃত পুলিশকর্মীর নাম আশুতোষ যাদব (২৪)। লালগঞ্জ থানায় সে কর্মরত ছিল।
২০১৮ সাল থেকে পুলিশে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। দুদিন ছুটি কাটানোর পর ১৭ সেপ্টেম্বর ডিউটিতে যোগ দিয়েছিল সে। তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন যে সে চুপচাপ থাকতো এবং সম্প্রতি কোন বিশেষ চিন্তায় সে নিমগ্ন ছিল। কোন প্রেক্ষিতে ওই পুলিশকর্মী আত্মঘাতী হল তা খতিয়ে দেখা হবে। মৃতের পরিবারবর্গকে খবর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত লাদাখে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৬, নিহত দুই

লাদাখ, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চিনা আগ্রাসনের কারণে লাদাখ দেশজুড়ে সংবাদের শিরোনামে রয়েছে। কিন্তু এরইমধ্যে করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত সেখানে। বিগত ২৪ ঘন্টায় লাদাখে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৬ জন। নিহত দুই। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০২৫। মৃতের সংখ্যা ৫৬।
স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা এক বুলেটিনে জানানো হয়েছে লাদাখে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে ৯৯৮। সক্রিয় আক্রান্তদের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক রয়েছে লেহ জেলা থেকে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৬০১। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে কার্গিল জেলা। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৭। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৯৭১। মৃত্যুর নিরিখে এগিয়ে কার্গিল জেলা। সেখানে নিহত হয়েছে ৩৩। এর পরেই রয়েছে লেহ। সেখানে নিহত ২৩।

দক্ষিণ দিনাজপুরে আরও ৮০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ

বালুরঘাট, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। শনিবার জেলায় আরও ৮০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল। এই নিয়ে জেলায় এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫,০৮৩ জন। এদিন জেলায় ৫২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এখনও পর্যন্ত জেলায় ৪, ৭১৫ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

৫৯-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯৩,৩৭৯ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৯-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯,০৩,৯৩৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৫,৩৬২ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৩,৩৭৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৯,০৩,৯৩৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৮,৪৯,৫৮৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৬৯।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯৩,৩৭৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৬০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৪ জন, অসমে ৬২৫ জন, বিহারে ৮৭৮ জনের, চণ্ডীগড়ে ১৪৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৭৭৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,১৪৭ জনের, গোয়া ৩৮৬ জন, গুজরাটে ৩,৩৯৩ জনের, হরিয়ানায় ১,২৭৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৫৭ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,১০৫, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৬১ জনের, কর্ণাটকে ৮, ৪১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬৩৫ জন, লাদাখে ৫৬ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,১৫২ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৪,৭৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬৩ জন, মেঘালয়ে ৪৩ জন, নাগাল্যান্ডে ১৬ জন, ওড়িশায় ৭৬৭ জনের, পুদুচেরিতে ৪৯৪ জন, পঞ্জাবে ৩,১৩৪ জন, রাজস্থানে ১,৪১২ জনের, সিকিমে ৩১ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,১৪৮ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০৯১ জন, ত্রিপুরায় ২৬৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৫৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৫,৪৫০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৬৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৮ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮২.১৪ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৬.২৮ শতাংশ রোগী।

মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসে গত চারদিনে ১৫ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ দুই

শিলং, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমিধস এবং জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে গত চার দিনে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন দুজন। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা ক্রিকেটারও রয়েছেন। মেঘালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের মন্ত্রী কয়রমেন সাইলো বলেন, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে তাঁদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
গত ২২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলার মকিরবাট এলাকায় ওহ তিনকিয়াঙে একটি জিপ গাড়িতে করে ছয় যাত্রী যাচ্ছিলেন। পাহাড়ি জলের স্রোতে গাড়ি সমেত তাঁরা ভেসে গেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন এখনও নিখোঁজ বলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী জানিয়েছেন।
এদিকে, পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার মাদানরইটিং এলাকায় ভূমিধসে এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, লয়ার লুম্পারিং ধোবিঘাট এলাকায় ভূমিধসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু জনের দেহ আগেই উদ্ধার হয়েছিল। আজ বাকি তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে সংঘটিত ভূমিধসের ঘটনায় জাতীস্তরের রাজিয়া আহমেদ নামের এক মহিলা ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে।
পূর্ব খাসিপাহাড়ের পুলিশ সুপার সিলভেস্টার নংটাইঙ্গার জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে ভূমিধসে নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মেঘালয় ক্রিকেট সংস্থার সাধারণ সচিব গিডেবন খারকঙ্গার বলেন, রাজিয়া আহমেদ ২০১১-১২ সাল থেকে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
এদিকে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভূমিধসে পুলিশ রিসার্ভের দুই আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ভারী বৃষ্টিপাতে পশ্চিম খাসিপাহাড়ে নংস্টয়েঙে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ বলে প্রশাসনের তরফে জানা গেছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী বলেন, বহু এলাকায় বেশ কিছু গাছপালা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দল ওই গাছগুলি কেটে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

ইউক্রেনে ভেঙে পড়ল মিলিটারি বিমান, ক্যাডার-সহ মৃত্যু ২২ জনের

কিয়েভ, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্ব ইউরোপের দেশ ইউক্রেনে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মিলিটারি ক্যাডার-সহ মোট ২২ জনের। এছাড়াও দু”জন গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ৮.৫০ মিনিট নাগাদ ইউক্রেনের পূর্বে খারকিভের কাছে (চুহইভ বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে ১.২ মাইল দূরে) ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার বিমান আন্তোনভ-২৬ ট্রান্সপোর্ট বিমান। মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়।
ইউক্রেন বায়ুসেনার পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মৃতদের মধ্যে অধিকাংশ খারকিভ ন্যাশনাল এয়ার ফোর্স ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া। মোট ২৭ জন ছিলেন বিমানে, ২০ জন ক্যাডার এবং ৭ জন ক্রু সদস্য। ডেপুটি আভ্যন্তরীন মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, দু”জন জখম হয়েছেন এবং তিনজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই বিমান দুর্ঘটনাকে ”ভয়ঙ্কর” আখ্যা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদাইমির জেলেনস্কি।

পুঞ্চ ও রাজৌরিতে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের গোলাগুলি বর্ষণ করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শনিবার ভোররাতে প্রথমে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে হামলা চালায় পাক সেনা। এরপর বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। পাক সেনাবাহিনীকে যথাযোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে হামলা চালায় পাক সেনা। পাক সেনাবাহিনীকে ভোররাতেই যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এরপর শনিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার শেলও নিক্ষেপ করে পাক সেনা। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

মনমোহন সিংয়ের সততা অনুপ্রেরণার উৎস : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, মনমোহন সিংয়ের সততা, শালীনতা এবং উৎসর্গ সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। মনমোহনের মতো একজন প্রধানমন্ত্রীর শুন্যতা অনুভব করছে ভারত। সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখ, ১৯৩২ সালের এই দিনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংঊ ইউপিএ আমলে ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন মনমোহন সিংঊ ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন মনমোহন সিংঊ তিনি সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্ল্যানিক কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন ঊ
মনমোহনকে অনুপ্রেরণার উৎস আখ্যা দিয়ে শনিবার টুইটারে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, মনমোহনের মতো একজন প্রধানমন্ত্রীর শুন্যতা অনুভব করছে ভারত। তাঁর সততা, শালীনতা এবং উৎসর্গ সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। রাহুল ছাড়াও মনমোহন সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ড : মনমোহন সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ ঈশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

মাদক মামলায় জেরা দীপিকাকে এনসিবি-র দফতরে শ্রদ্ধাও

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু-তদন্তে, মাদক মামলায় জেরার মুখোমুখি হতে মুম্বইয়ে নার্কোটিকস কন্টোল ব্যুরোর (এনসিবি) বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) দফতরে হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন এবং শ্রদ্ধা কপূর। মাদক মামলায় এই দুই অভিনেত্রীকে সমন পাঠিয়েছিল এনসিবি। সমন পাওয়ার পর শনিবার সকালে এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দেন দীপিকা। শ্রদ্ধা আসেন দুপুর বারোটা নাগাদ।
এনসিবি সূত্রের খবর, দীপিকাকে মুম্বইয়ের কোলাবা অ্যাপালো বন্দরের এভলিন গেস্ট হাউসে জেরা করা হচ্ছে। রেকর্ড করা হচ্ছে তাঁর বয়ান। তবে স্বামী রণবীর সিংকে তাঁর সঙ্গে দেখা যায়নি। মাদক মামলায় শুক্রবারই অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিংকে জেরা করেছিল এনসিবি। জেরা করা হয়েছিল দীপিকার ম্যানেজারকেও। এবার এনসিবি-র জেরার মুখোমুখি হলেন শ্রদ্ধা কপূর। এনসিবি সূত্রের খবর, এ দিন বেলা ১১টা নাগাদ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনসিবি-র দফতরে পৌঁছনোর কথা ছিল শ্রদ্ধার। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলটির থেকে সময় চেয়ে নেন তিনি। সেই মতোই বেলা ১২টা নাগাদ এনসিবি-র দফতরে পৌঁছন শ্রদ্ধা। এদিনই এনসিবি দফতরে আসতে পারেন সারা আলি খান।

মৃদু ভূমিকম্প জম্মু-কাশ্মীরে, গুলমার্গের অদূরে ৪.৫ তীব্রতার কম্পন

শ্রীনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর। শনিবার দুপুরে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ থেকে ৭৩ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১২.০২ মিনিট নাগাদ ৪.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরেঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, গুলমার্গ থেকে মাত্র ৭৩ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়।

স্পিক আপ ফর ফর্মার কর্মসূচি গ্রহণ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভায় পাশ হওয়া কৃষি বিল নিয়ে গোটা উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায় কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা এবং কিষাণ মান্ডি না তুলে দেওয়ার দাবিতে স্বরব কৃষকরা। কৃষকদের এই আন্দোলনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। কৃষকদের পক্ষ নিয়ে কংগ্রেসে নিজেদের অভিযান শুরু করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী সকলের কাছে আহ্বান করেছেন যে মোদী সরকার যেভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ করে চলেছে তার বিরুদ্ধের সমবেতভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও জারি করে স্পিক আপ ফর ফার্মার প্রচার শুরু করে দেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কৃষকদের এই আন্দোলনে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন ওয়ানাডের এই সাংসদ। পুঁজিবাদী বন্ধুদের সুবিধা পাইয়ে দিতে অগণতান্ত্রিকভাবে কৃষি বিলগুলি পাশ করানো হয়েছে। পুঁজিবাদীদের জন্য রাজস্ব আদায়ের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এই বিলগুলো পাশ করিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো উচিত সাধারণ মানুষের। সম্পন্ন ভারতের মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষক। এদিন নিজের ভিডিওবার্তা রাহুল গান্ধী আরও জানিয়েছেন, কৃষি বিল সহ এমন আরও অন্য একাধিক বিষয় রয়েছে যার জেরে দূর্ভোগে পড়েছে কৃষকরা। সরকারের উচিত কৃষকদের দুর্ভোগের কথা শোনা। কিন্তু সরকার কৃষকদের কথা শুনছে না। সরকার যাতে কৃষকদের কথা শুনেই সেই কারণেই কংগ্রেসের তরফ থেকে স্পিক আপ ফর ফার্মার প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। বড় বড় কোম্পানিগুলো সহায় কৃষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বন্দ্ব দেখা দিলে এই বৃহৎ কোম্পানিগুলি বেশি লাভবান হবে। সেখানে কৃষকদের কিছু করার থাকবে না। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কৃষকদের ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত থেকেছে বিজেপি। কৃষকদের জমিও পর্যন্ত অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল এই সরকার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।